বিবিধ কবিতা।



শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

২৯।৩ নং নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে
আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।



কলিকাতা,
৩৯ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,
আর্য্য-সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীচন্দ্রকান্ত রায় দ্বারা
মুদ্রিত।



নূতন সংশোধিত সংস্করণ।
১৩০০

(টেনিসনের অনুকরণ)

নব বর্ষ

ঐ বাজে হোরা প্রভাত নিশিতে,
বিগত বৎসর তায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে চেয়ে চেয়ে
অতীতে মিলিতে যায় !
ভরা মধু ঋতু, তরু শাখা' পরে
শোভে কচি পাতা থর ;—
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
নবীনে আদরে ধর ।
ঐ বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রুধারা
প্রাচীনে বিদায় দেও,
বাজে সুখ হোরা, আনি আত্মঝারা
নূতনে ডাকিয়ে নেও ;
গত আয়ু প্রায় গতবর্ষ যায়,
যাক্—দেও গত হতে ;
হৃদয় মন্দিরে অসত্য নিবারি
শিখহ পূজিতে সতে ।
ঐ বাজে হোরা ঘুচাইতে জরা—
মানস যাহাতে জরে,
অবনী ভিতরে নিরখিতে ফিরে
হৃদিপুষ্প যাহে ঝরে !
হোরা বাজে ঘন, ধনাঢ্য-নির্ধন—
কলহ করহ দূর,
ধরণীর শেল্ দৌরাত্ম্য আচার
ভাঙিয়ে করহ চুর্ ।

(টেনিসনের অনুকরণ)

নব বর্ষ।

ঐ বাজে হোরা প্রভাত নিশিতে,
বিগত বৎসর তায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে চেয়ে চেয়ে
অতীতে মিলিতে যায়!

ভরা মধু ঋতু, তরু শাখা' পরে
শোভে কচি পাতা থর;—
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
নবীনে আদরে ধর।

ঐ বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রুধারা
প্রাচীনে বিদায় দেও,
বাজে সুখ হোরা, আনি আত্মহারা
নূতনে ডাকিয়ে নেও;

গত আয়ু প্রায় গতবর্ষ যায়,
যাক্—দেও গত হতে;
হৃদয় মন্দিরে অসত্য নিবারি
শিখহ পূজিতে সতে।

ঐ বাজে হোরা ঘুচাইতে জরা—
মানস যাহাতে জরে,
অবনী ভিতরে নিরখিতে ফিরে
হৃদিপুষ্প যাহে ঝরে!

হোরা বাজে ঘন, ধনাঢ্য-নির্ধন—
কলহ করহ দূর,
ধরণীর শেল্ দৌরাত্ম্য আচার
ভাঙিয়ে করহ চুর্।

বাজে সুখ হোরা, অসুখের ভরা
ডুবায়ে অতীত নীরে—
মৃত্যুকল্প হত, পুরাগত যত
কুব্রতে মানব ফিরে,
পুরাগত যত কটূ মতামত
কু-আচার আদি পালে—
আনি অভিনব ঘুচারে সে সব
ডুবায়ে অতীত কালে ;
ধর সাধুতর সু-আচার আরো,
জটিল কুবিধি হর ;—
পুরাতনে সরা, ঐ বাজে হোরা,
নবীনে আদরে ধর।
ঐ বাজে হোরা, কুচিন্তা পসরা
ভাসা রে কালের জলে,
অনাটন, তাপ, কলুষকলাপ,
ত্যজ অলীকতা ছলে ;
সুখে বাজে হোরা, ধরা হতে সরা
এ মম দুঃখের গীতি,
পূর্ণ মধুময় নবীন গায়কে
ডাকিয়ে কর অতিথি।
হোরা বাজে খর, পদদর্প হর,
কূলস্পর্দ্ধা কর ছেদ,
সত্যে গেঁথে ডোর্ স্বত্বেরে পালিতে
শিখহ নবীন বেদ,
ধরণীর বিষ হর হিংসা রিষ,
পর দুঃখে কর খেদ ;
ঐ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা
ঘুচায়ে অবনি ক্লেদ।

বাজে সুখ হোরা, কালে ঢেলে দেও
কদর্য্য রোগের কায়া,
ক্ষুদ্র ধনতৃষা ধরা মাঝে নাশি
কৃপণে শিখাও হায়া।
সহস্র বৎসর উৎকট বিগ্রহ
উত্তাপে ধরণী জরা,
সহস্র বৎসর শান্তির সলিলে
শীতল হউক ধরা।
ঐ বাজে হোরা হৃদিবীর্য্য ধরা
অভয় পরাণী যেবা,
স্বভাবে উদার দয়ার শরীর
কর রে তাদেরই সেবা ;
পৃথিবী আঁধার ঘুচায়ে আবার
জ্বলুক্ তরুণ ভাতি,
নরকুল তায় সুধর্ম্ম প্রভায়
পোহাক্ বিঘোরা রাতি।
প্রভাত নিশিতে, ঐ বাজে হোরা
বিগত বৎসর তায়,
নবীনে হেরিয়া ফিরে চেয়ে চেয়ে
অতীতে মিশিতে যায় !
ভরা মধুঋতু, তরু শাখা'পরে
শোভে কচি পাতা থর ;—
পুরাতনে সরা ঐ বাজে হোরা,
নবীনে আদরে ধর।

দেখা দিও কাছে যবে ধীরে ধীরে
জীবনের আলো জ্বলে,

যবে শিরে শিরে ধীরে ধীরে ফিরে,
সভয়ে শোণিত চলে ;
যবে স্নায়ু নলি দপ্ দপ্ জ্বলি
শলা যেন ফুটে গায়,
যবে হৃদিতল শিথিল দুর্ব্বল,
শরীর বিকল প্রায়।
দেখা দিও কাছে যবে যাতনায়
ভূতময় দেহ পেষে,
আলম্ব খুঁটিতে কুঠার আঘাতি
আশ্বাস আঁধারে শোষে ;
যবে ইহকাল উন্মত্ত করাল
চৌদিকে উড়ায় ধূলি,
জীবায়ু হতাশে রাক্ষসের পাশে
জ্বালায় যখন চুলি ॥
দেখা দিও কাছে জীবনের আলো
যবে ধীরে ধীরে জ্বলে,
যবে শিরে শিরে ধীরে ধীরে ফিরে
সভয়ে শোণিত চলে।
যবে স্নায়ু-নলি দপ্ দপ্ জ্বলি,
শলা যেন ফুটে গায়,
যবে হৃদিতল শিথিল দুর্ব্বল,
শরীর বিকল প্রায় ॥

ছোট ছোট যত পরাণের শোক
কথায় প্রকাশ হয়,
শত শত ক্ষুদ্র ভালবাসাব্রতে
যে শোক গাঁথিয়া রয় !

গৃহীর আলয়ে দাস দাসী যত
সে শোক তাদেরই মত,
প্রভু মরে যেই কথায় নিবারে
মনের উদ্বেগ যত!
মৃতজনে হেরে কেঁদে কেঁদে বলে
ঘুচাতে মনের ভার,
পাব না কোথাও খুঁজিলে আবার
এ হেন চাকুরী আর!
লঘুতর যত শোকের লহরী
আমারও হৃদয়ে ধায়,
তাদেরি মতন প্রবোধ বচনে
তেমতি শান্ত্বনা পায়!
কিন্তু গুরুভার শোকবারিধারা
বহে যাহা হৃদিতলে,
নির্ঝরের মুখে তুষারের মত
না ঝরে না পড়ে গ'লে!
গৃহস্থ মরিলে গৃহীর আবাসে
পুত্র কন্যা তাঁর যথা—
শয্যা পানে চেয়ে অসাড় ইন্দ্রিয়
অসার পরাণ তথা—
না পারে ফেলিতে না পারে তুলিতে
শ্বাসবায়ু নাসামূলে,
প্রেতযোনি প্রায় আসে যায় যেন
অশব্দে চরণ ফেলে!
প্রকাশ্য আলাপ না করে কথায়
শূন্য গৃহ পানে চায়,
মনে মনে ভাবে কি দয়া! কি স্নেহ!
ফুরায়ে গেছেন হায়!

কথায় বলিতে প্রাণের বেদনা
পাপের আশঙ্কা হয়,
কথা—সৃষ্টি যথা আধখানি খোলা
আধখানি ঢাকা রয় !
তবুও—তবুও সুছাঁদ ভাষায়
উতলা পরাণ মন,
করে শান্তি লাভ, যথা সুস্থ ভাব
মাদকে দেহ বেদন !
এ মম অন্তর শোকে জ্বর জ্বর
তাই সে কথায় ঢাকি,
শীতে থরতর যথা বাঁচে নর
হীন বস্ত্র গায়ে রাখি ॥
কিন্তু যে বৃহৎ শোকের প্রমাদ
পরাণে উথলি ধায়,
লিখি খালি তার ছায়ার আকৃতি
ভাষাতে ধরে না তায় !

মন্ত্রসাধন।

—(ঃ*ঃ)—

সুধন্য ইংরাজ তোমার মহিমা !
সুধন্য তোমার স্ববীর্য্য-গরিমা !
স্বজাতি গৌরব, সাহস-ভঙ্গিমা,
অসীম তোমার হৃদয়বল্ !

নির্ভীক-হৃদয়—অনতগ্রীবায়
করো পদাঘাত ধরণী মাথায়,
ও ভুজ প্রতাপে না পরশো যায়
ধরাতে এ হেন নাহিক স্থল !

জগতবিজয়ী রোমক সন্তান
ভূতলে ভ্রমিত তুলে যে নিশান,
তেজো গর্ব্ব শিখা যাহে মূর্ত্তিমান,
তোমাদের(ই) স্কন্ধে ধরেছ তায়।

নিষ্কম্প নিশ্চল (অচল মূরতি)
সঙ্কল্পদৃঢ়তা, একতার গতি
অনিবার্য্য বেগ যেন স্রোতস্বতী,
উৎসাহ, সাহস প্রলম্ফে ধায়।

সে ভুজ-বিক্রম কিবা ভয়ঙ্কর্
সে সাহস বেগ কতই প্রখর্
একতা-বন্ধন কিবা দৃঢ়তর্
তোমরাই আগে শিখালে সবে ;

শিখালে স্বদেশে কিবা সে প্রকারে
প্রজাতে নিবারে রাজ অত্যাচারে,
বিদ্রোহ অনল জ্বালিয়া হুঙ্কারে
রাজমুণ্ডপাত করিলে যবে—(১)

শিখালে আবার অভ্রান্ত প্রথায়,
অসহ্য পীড়নে উন্মাদের প্রায়
প্রজারা যখন্ কিরূপে রাজায়
নিক্ষেপে তখন চরণতলে (২)

যে দর্পে কাটিলে প্রথম চার্লসে,
যে দর্পে তাড়ালে দ্বিতীয় জেম্‌সে,
যে তেজোগর্ব্বেতে আজিও স্বদেশে
রাজত্ব করিছ আপন বলে—

পুত্তলিকা মত রাজসিংহাসনে
সাজায়ে রেখেছ রাজা একজনে,
স্বদেশ ঐশ্বর্য্য দেখাতে নয়নে,
করিতে উজ্জ্বল আপন মান।

সেই দর্প তেজ নির্ভয় অন্তরে
দেখাইলে আজ জ্বলন্ত অক্ষরে,
রাজপ্রতিনিধি পদপিষ্ট ক'রে
শিখালে ভারতে গূঢ় সন্ধান;

(১) ইং ১৬৪৯ সালে ইংলণ্ডের ভূপতি ১ম চার্লসের দৌরাত্ম্যে উত্তেজিত হইয়া বিদ্রোহী প্রজাবর্গ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিল। ইংলণ্ডের ইতিহাস দেখ।

(২) ইং ১৬৮৮—৮৯ সালে দ্বিতীয় জেম্‌স কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ইংরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।

দিলে শিক্ষাদান ভারত নন্দনে
দিব্যচক্ষু দিয়া—কি মন্ত্রসাধনে
পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে
বাসনা সফল করিতে পায়।

শিখিবে ভারত—শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে, না হবে অন্যথা—
এক দিকে কোটী প্রাণী কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ ক'জন বিপক্ষ তায়;

তবুও কজনে চরণে দলিল
রাজপ্রতিনিধি,রাজমন্ত্রিদল—
স্বজাতি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিল
এমনি তাদের্ অমিত বল।

শেখ্‌রে এখন ভারত সন্তান
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতি কুল মান—
রাজস্তুতিগান সব্ (ই)বিফল!

যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীরব্রত—একতার ধারা,
সে সাহস উৎস— সে উৎসাহ ধারা,
হৃদয়কন্দরে গাঁথিয়া রাখো—

তবে অগ্রসর হৈও কভু আর
করিতে এরূপে স্বজাতি উদ্ধার
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—
নতুবা যা আছ তাহাই থাকো॥

শুনহে রিপণ্—ভারতের লাট্
আর নাহি ক'রো এ তাণ্ডব নাট
বিষময় ফল—বিষম বিরাট
মনুষ্য হৃদয় সহিত খেলা !

অতি হীনবল—ঘোর কৃষ্ণকায়
সে জাতিও যদি আশার দোলায়
দুলে বহুক্ষণে—আশা না যুড়ায়,
সে নিরাশাঘাত রোধে না বেলা ॥

সুধাছলে তুলে দিলে হলাহল্
সম্প্রীতি করিলে সহ নিজ দল্
বাড়ালে তাদের শতগুণ বল্
"পৃটোরীয় গার্ড"(৩) রোমেতে যথা।

ছিল কি অতুল প্রতাপ (ই)তাদের
সে তেজোগরিমা কোথা অসুরের !—
পরিণামে তার (ই) কি হইল ফের
ভুলোনারে কেহ সে গূঢ় কথা ॥

না হৈও নিরাশ—ভারত সন্তান,
সাহস উৎসাহে সে গর্ব্ব নির্ব্বাণ
করিলে অনার্য্যে— আজও সে বিধান
এ মহামন্ত্রের সাধন প্রথা ॥

---

(৩)রোমক সম্প্রদায়ের পতন দশায় ইহাঁরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাঁরা অতি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত এবং প্রথমে সম্রাট দিগের দেহরক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন।

জয়মঙ্গল গীত

অভিষেক।

—*—

অর্দ্ধ কোরস্।

কাছে এসো ভাই করি আশীর্ব্বাদ
চির সুখে হর কাল।
তোমার কল্যাণে ভারত-বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল!

পূর্ণ কোরস্।

উজল আজি হে বাঙালির নাম,
উজল ভারত ভূমি।
বঙ্গের প্রধান বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি॥
কাছে এসো ভাই করি আশীর্ব্বাদ
বিপুল ভারত যুড়ে।
জয় জয় জয় ধ্বনি ছড়াইয়া
তব কীর্ত্তিধ্বজা উড়ে॥

অর্দ্ধ কোরস্।

আজি রে এ রবে কেবা ঘরে রবে
আনন্দে বাজিছে ভেরি।
"রিপণের জয় রিপণের জয়"
আনন্দে বাজিছে ভেরি॥
বৃটিষের বেশে ঋষিতুল্য নর
এদেশে উদয় যবে।
ভারতের লক্ষ্মী ফিরিয়ে আবার
ভারতে উদয় হবে॥

আনন্দে বাজ্‌রে মৃদঙ্গ মূরলী
আনন্দে বাজরে ভেরি।
'রিপণের জয় রমেশের জয়"
সঘনে নিনাদ করি ॥

পূর্ণ কোরস্‌।

কৈ বরণ্‌ ডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজ আজ পরাব।
আগে দিব তুলে রিপণের গলে
পরে প্রিয়জনে সাজাব ॥

পূর্ণ কোরস্‌।

আনো বরণ্‌ডালা বাটী বাটী বাটী
সুগন্ধ তাহাতে থাকিবে,
গোটা গোটা ফুল ভোর বোলা তুলি
পরিপাটী কোরে রাখিবে ;
অগুরু চন্দনে ছিটা দিয়া তায়
মাঙ্গল্যবিধানে ধরিবে।
আনো বরণ্‌ডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজে আজ সাজাব।
আগে দিব তুলে রমেশের গলে
পরে রিপণেরে পরাব।
আনো বরণ্‌ডালা আনো আনো আনো
ফুলসাজে আজ সাজাব ॥

(সকলে একত্রে)

অন্নদা চন্দর ঈশ্বর সারথি।
ঘেরিল চৌধার দেশী বিলাতী ॥
আমাণি "গ্রিগরি" "টুইডেল" সঙ্গে।
মিলিল সকলে কৌতুক রঙ্গে ॥

আরতি হেরিয়া অন্দরে রামা।
হুলুধ্বনি দিল সুন্দরী বামা॥
অন্নদা চন্দ্র ঈশ্বর সারথি।
চৌদিকে ঘেরিল দেশী বিলাতি॥
দিল সুখে সবে চন্দন ভালে,
দিল সুখে সবে দুর্ব্বার দলে
তণ্ডুলে গাঙ্গেয় ঢালি।
হোমভস্মেতে অভিষেক দিল
ললাটে ছোঁয়ায়ে ডালি॥

অর্দ্ধ কোরস্।

আওয়ল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে।
ভাগলছমী আজু বাঢ়ল জোয়ারে॥
তুয়া সনে মো সবে বেরি বেরি মেলি।
পাঠ পচঁহু কতি কতনহি খেলি॥
অবহুঁ তুহারে চাহি প্রীত ভগবান।
হাম্ সব আশীসে তুয়া ভগবান॥
কহল কহূজন করহোরি বাণী।
করল সেলাম কহু পরশল পাণি॥
হিন্দি পারসিক আংরেজি ভাখা।
খৎ ভেজল কহু চন্দন মাখা॥
হলাহল ঢাকল দুস্মন যেহি।
ক্ষীর উগারল পদরজঃ লেহি॥
ভেটল সখাগণ গাওয়ল পেয়ারে।
ভাগলছমী আজু বাঢ়ল জোয়ারে॥
সভে দেল সুখে চন্দন ভালে।
সভে দেল সুখে কুসুম মালে
তণ্ডুল গাঙ্গেয় বারি।

হোম ভসমে অভিষেক দেল
কপালে ছোঁয়াই ভারি ॥
(অর্দ্ধ) তুলিল সঙ্গী মালতীমাল
(একক) গন্ধে মোদিল দেহ।
(অর্দ্ধ) তুলিল মল্লিকা যুথিকাজাল
(একক) পরাণে জাগিল স্নেহ ॥
(একক) মোদিল দেহ মলতীমাল।
মোদিল দেহ মল্লিকাজাল
মোদিল দিশ পুলে।
রিপণের জয় রিপণের জয়
বংশী বাজিছে দূরে ॥
(অর্দ্ধ) তুলিল সঙ্গী সুগন্ধা শিউলি
(একক) সোহাগে হৃদয়ে দেল।
(অর্দ্ধ) তুলিল যতনে রজনীগন্ধা
(একক) পবনা মাতিয়া গেল ॥
(অর্দ্ধ) আনন্দে তুলিল গুলাব গুচ্ছ
চিকণ গাঁথনি হারে—
"রিপণের জয় রমেশের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে ॥

পূর্ণ কোরস্।

মোঁদিল পুরি সেঁউতি হার
মোদিল পুরি কামিনী ভার
মোদিল পুরি গুলাব গুচ্ছ
চিকণ গাঁথনি হারে।
"রমেশের জয় রমেশের জয়"
বংশী বাজিছে দূরে ॥

(সকলে একত্রে)

বংশী বাজিছে রমেশের জয়
আজ্‌রে হৃদয়ে বড় সুখোদয়—
কাছে আয় ভাই করি আশীর্ব্বাদ
চিরসুখে হরকাল।
তোমার কল্যাণে ভারত বিপিনে
উদিল চন্দ্রিকাজাল॥
উজল আজি হে বাঙালির নাম
উজল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি॥
আনন্দে বাজ্‌রে মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজরে ভেরি।
জয় জয় জয় সবে বলো মুখে
সঘনে নিনাদ করি॥
বাজ্‌রে আনন্দে মৃদঙ্গ মুরলী
আনন্দে বাজ্‌রে ভেরি॥

মদন পূজা।

কি দিয়ে মদন, পূজিব তোমা, অনঙ্গ তুহারি নাম!
বসন্ত সমীর, নিশোআশ্‌ তোর, কুসুম লাবণ্য ঠাম!
সুবাদ্য-ঝঙ্কার, সঙ্গীত-উছাস, বচন তুহার মানি,
হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর, তুহারি পরাণ জানি!
কেমনে মদন, পূজিব তোমায়, তুহারি ধনুর ভয়ে,
নয়ন দিঠিতে, দিঠি জড়াইয়া, দাঁড়াই অথির হয়ে!
বলি বলি বলি, শুনি শুনি শুনি, থমকে চমকে চাই,

জাগি দিবা নিশি, তুহারি তরাসে জুড়াতে নাহিক পাই !
পূজিব কিরূপে, তোমায় মদন, তুহার পূজার প্রথা,
কেহু না জানিল, কেহু না শিখিল, সে গূঢ় রহস্য কথা !
মুনির ধেয়ানে, জ্ঞানীর জ্ঞেয়ানে, তুহার আকার-ভেদ,
সুজন প্রেমিক, আঁখিতে কেবলি, প্রকাশ তুহার বেদ !
পূজিব তুহারে, তাহারি বিধানে, না জানি না মানি আন্,
"একমেব" বাণী, বদনে উচারি, তুয়া পদে দিব প্রাণ।
পূজিব তুহারে, বিহানে মধ্যাহ্নে, পূজিব সাঁজেরই বেলা,
ইন্দ্রিয়-কাননে, আঁধার ডুবাতে, প্রেমের জোছনা খেলা !
পূজিব তুহারে— চরণে বিথারি, জীবন-জাহ্নবী-জল,
পূজিব তুহারে— মানস ব্রহ্মাণ্ড, করিয়া তীরথ-স্থল।
তুহারি পূজাতে, কুল পদ মান, অবনী উৎসর্গ দিয়া,
দেখিব আনন্দে, তুয়া ধ্যান ধরি, হিয়াতে প্রতিমা নিয়া !
সে দেহ গঠনে, মূরতি গঠিব, সে দুঁহু নয়নে আঁখি,
তেমতি সুটানে, ভুরুযুগে টান, দেখিব মানসে আঁকি।
বলন চলন, কটি উরুদেশ, সকলি তেমতি ঠাম,
দিব সাজাইয়া, অনঙ্গ তুহারে, সেহ নামে তুয়া নাম।
চাঁদের আলোকে, আরতি করিব, পরাব বাসনা ফুল,
অনঙ্গ তুহারি, বদন হেরিব, নিখিলে নাহিক তুল !
পূজা পাঠাবধি, এই সে তুহার, একহি প্রেমিকে জানে,
নাহি কালাকাল, দেশ পরদেশ তুয়া বেদ এহি মানে।
"কি দিয়া পূজিব, মদন তোমায়"— আর না আনিব মুখে,
শিখিনু শিখাব, তুয়া পূজাবিধি, কিয়া সুখ কিয়া দুখে !
এ বিধি-বিধানে, যে জানে পূজিতে তুয়া দরশনে তেঁহ,
কঁহু নাহি জানে, কি তাহে প্রভেদ, নিশি, দিবা, বন, গেহ !
চিনেছি এখন, মদন তোমায়— অনঙ্গ কেবলি নাম;
বসন্ত-সমীর, তুয়া নিশোআশ্, কুসুম লাবণ্য ঠাম।
সুবাদ্য ঝঙ্কার, সঙ্গীত উছাস্, বচন তুহারি মানি,

হিয়ার মাঝারে, প্রেমের নিঝর তুহারি পরাণ জানি ;-
অবহি পূজিব, অনঙ্গ তুহারে, তুহ সে পরম প্রাণী !

সংসার।

সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ?
সংসার অসার এই, সংসারে কিছুই নেই,
সংসার বিষের তরু দুঃখফলময় !
কেহ বলে এই সার, এই ছাড়া নাই আর,
এই কয় অক্ষরেই জগত জড়ায় !
সংসার, তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ?
সংসার সকলি ভুল, সংসার পাপের মূল,
সংসার ত্যজিলে জীব মুক্তিপদ পায়,
শুনি কোনো শাস্ত্র-মুখে, কোনো বা শাস্ত্রের বুকে,
সংসার, প্রণব লেখা সোনার পাতায়,
সংসার তোরে রে আমি ভাবি কি প্রথায় ?
বিধাতার যত লীলা, তোরই কোলে ছড়াইলা,
তুই না থাকিলে সৃষ্টি জড়পিণ্ডময় !
তুই বিনা এ আকাশ, শূন্য খালি পরকাশ,
এ সূর্য্য নক্ষত্র চাঁদ প্রাণশূন্য হয় !
সংসার, তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায় ?
যেখানে রে তোর ঘটা, সেইখানে দেখি ছটা—
এই মাঠ এই বন এই মরু-গায় !
হেরি রে নগরতলে তোরই সে তুফান্ চলে—
নর কঙ্কালের কায়া কত ভাসে তায় !
সংসার তোরে রে বল, ভাবি কি প্রথায় ?
তোরই ষড় রস জলে ধরণী ভাসিয়া চলে,
তোরি ফুলে ফুলময় আকাশ ভূতল !

তুই রে মোহন বাঁশী, তুই রে প্রকৃতি হাসি,
তুই রে একাই এই জীবন সম্বল!
কি ভাবে সংসার তোরে সুধাই রে বল্?
তুই নরকের রথ, তুই পুনঃ স্বর্গপথ,
ইহ-পরলোকই তুই, নিত্যের স্বরূপ,
সদসৎ যত আর তড়িচ্ছটা কল্পনার,
তুইরে সুধার হ্রদ, তুই বিষকূপ।
সংসার, তোরে রে আমি ভাবিব কিরূপ?
ত্যজিয়ে সংসার তোরে, কি নিয়ে এ ভবঘোরে,
হাসিবে কাঁদিবে প্রাণী, হেরিবে কি আর?
হাসিকান্না নাহি যায়, কি লাভ হেরিয়ে তায়,
সংসার বিহনে ব্রহ্মরূপই নিরাকার!
জীবজগতের চক্ষু তুই রে সংসার।
আমারে চরণতলে, মথিস্ যতই বলে,
যতই গরল তুই করিস্ উদ্গার,
সংসার, তোরই মুখে, চাহিয়া থাকিব দুখে,
তোরে ছাড়ি এ জগতে কি দেখিব আর?
তুই এ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে সত্যের সাকার।
সংসার, তোরই ও মুখে, হেরিব আবার সুখে,
হেরিব যেরূপ ভাবি আশাপথ চাই।
"আমি যার সে আমার" এই বাক্য যবে সার,
হবে এই ভবতলে, সবার সবাই!
সংসার তোতেই আমি ব্রহ্মরূপ পাই॥

৮ গঙ্গা ।

কোথায় চলেছ তুমি

গঙ্গে ?

শাল, পিয়াল, তাল,

তমাল, তরু, রসাল,
ব্রততী-বল্লরী-জটা—
সুলোল-ঝালর ঘটা,—
ছায়া করি সুশীতল
ঢেকেছে তোমার জল
চলেছে অচলরাজি ধারানীর-অঙ্গে,
কোথায় চলেছ তুমি

গঙ্গে ?

কল-কল-কল স্বর
ধারা জলে নিরন্তর—
বিশাল বিস্তৃত ধারা,
সমতল তৃণহারা
ধরণী চলেছে সঙ্গে,
দু'ধারে নিবিড় রঙ্গে
বট, বেল, নারিকেল,
শালি শ্যামা ইক্ষু মেল,
অরণ্য, নগর, মাঠ,
গবাদি রাখাল মাট
প্রফুল্ল করেছে কূল নীরধারা সঙ্গে—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে

গঙ্গে ?

মন্দির দেউল মঠ
পাটিকেলে হর্ম্ম্যপট
কূলধারে সারি সারি,
ধারাজলে নর নারী
ঢেকে সোপান কূল—
ঘাটে ঘাটে ফুটে ফুল !
কল-কল-নর-ভাষা
হৃদিকোষ পরকাশা
হাস্য রব স্তুতি গানে
তুলেছে তোমার কাণে
নগর পল্লীর সুখ, বিমল তরঙ্গে ;—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে

গঙ্গে

বাণিজ্য বেসাতি পোত
ভাষায়ে চলেছে স্রোত,
তরি ডিঙা ডোঙা ভেলা
বুকে করি, করি খেলা,
নাচায়ে চলেছ অঙ্গ—
ধবল ধীর তরঙ্গ
দুলিয়া দুলিঁয়া সুখে
নর নারী গ্রীবা মুখে
ছড়ায়ে চিকুর জাল ভ্রমিতেছে রঙ্গে ;·
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে

গঙ্গে

ফুলদাম, ফুলথর,
দীপরাজি হৃদি'পর–

আকাশ অলক মালা
হৃদয় মুকুরে ঢালা,
অরুণ-কিরণ ভাতি,
শশধর, জ্যো'স্না পাঁতি,
বায়ুগন্ধ, পরিমল,
পানিবক, মীনদল,
শঙ্খ, শুক্তি, কোলে করি কোথা যাও রঙ্গে ?
কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী
গঙ্গে ?

বাঙ্গলায় প্রাণী নাই,
প্রাণী দেহে প্রাণ নাই,
অস্থি নাই, শিরা নাই,
মেদ নাই মজ্জা নাই,
অন্তঃহীন--চিন্তা হীন,
সাদাহ্লাদ—দ্রাঢ্য হীন—
জীবন সঙ্গীত হীন নর নারী বঙ্গে !
সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে
গঙ্গে ?

কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী
পুণ্যতোয়া তুমি নদী
কেন ছাড়ি নিজ স্থল
নামিলে এ ধরাতল ?
কি পাপে তারিতে এলে,
কি পাপ তারিয়া গেলে,
কে বুঝিবে, দ্রবময়ী, সে মহিমা রঙ্গে !—
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী
গঙ্গে ?

ভগীরথে দিয়ে কূল
উদ্ধারিলে পিতৃকুল—
এই কি শিখালে গতি
ভবে এসে ভাগীরথী ?—
দিয়ে তিল তব জলে
ঢালিলে অমৃত ব'লে
দেহাঞ্জন নাহি রয়
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়
পতি পুত্র পিতা মাতা—তিলোদক সঙ্গে !
এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে
গঙ্গে ?

পরহিতে ব্রত করি
দ্রব হ'লে দেহ হরি,
বারিরূপে, সুমঙ্গলে,
শিখাইলে ধরাতলে—
শিখাইছ প্রতিফল—
ত্যাগ শিক্ষা পুণ্য ফল,
দয়া করুণার রেখা
তোমার শরীরে লেখা,
পরহিত চিন্তা ব্রত
তরঙ্গিণী তোমাগত;
তাই পুণ্যময় ধারা
হে গঙ্গে, পাতকহরা !
পতিতপাবনী তোমা সবে বলে রঙ্গে !—
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে
গঙ্গে ?

পবিত্র তোমার জল,
পবিত্র ভারত তল;

সর্ব্ব দুঃখবিনাশিনী,
সর্ব্ব পাপসংহারিণী,
সর্ব্বশোকতাপহরা,
মুক্তিগতি নীরধারা,
নিস্তারিণী ভাগীরথী
সুখদা মোক্ষদা সতী
"গঙ্গৈব পরমা গতি"—উদ্ধার গো বঙ্গে!—
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে
গঙ্গে?

উদ্ধার বঙ্গের মাতা
শিখাইয়া এই কথা—
ত্যজে স্বার্থ আরাধনা
সাধুক্ নিজ সাধনা;
ত্যজে ফুল তিল ফল,
তুলুক তোমার জল
হৃদয়ে ম্রক্ষণ করি
তোমার দীক্ষা লহরী,
চলুক্ তোমারি গতি—
স্রোতস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
ঘুচুক্ চিত্তের কারা;
উদ্ধার—উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে!—
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী
গঙ্গে?

গঙ্গার মূর্ত্তি।

শ্বেতবরণা শ্বেতভূষণা
কাহার রচিত মূরতি অই ?
চন্দ্রবিভাস বদনমণ্ডলে
কর্পূরে যেন শশি খেলই !
শান্তনয়নে শান্তি উথলে,
ওষ্ঠ অধরে হিঙ্গুল রাগ,
শঙ্খ লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠেতে
ঈষৎ রেখাতে ত্রিবলিদাগ ;
দক্ষিণ বামেতে ঊর্দ্ধ দ্বিভুজ
স্বর্ণকলস কমল তায়,
অধঃ দুই ভুজে দক্ষিণ বামেতে
করতলে ধৃত বর অভয় ;
রক্ত রাজীব চরণ-প্রতিমা
শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,
শান্ত নয়না শান্ত বদনা
প্রসাদ প্রতিমা শরীরে মুখে !—
কে তুমি বরদে বরাঙ্গধারিণী,
কোথা হ'তে এলে মরত'পরে ?
কেন গো বসিয়া ওভাবে ওখানে,
কাহারে দিতেছ অভয় বরে ?
আছ কত কাল এ মর ভবনে
কিরূপে কোথায় পাতকী তার ?
জীয়ন্ত জীবনে যে জ্বালা পরাণে
সে জ্বালা তুমি কি জুড়াতে পার ?

---

* রামনগরে কাশীরাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুন্দর গঙ্গার মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

পরকালে যদি পাতকী তরাবে,
তসে কেন এলে অবনী পরে,
কত পাপী প্রাণ পাপের জ্বরাতে
ধরাতে তাপিয়া জরিয়া মরে!
মানবের ব্যথা ব্যথে কি ও হৃদি,
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ?
দেবের পরাণে পশে কি কখনও
কলুষে তাপিত মানব দুখ?
বল গো বরদে বল গো সে কথা,
হৃদয়-মণিতে গাঁথিয়া রাখি;
না জানি কখন শমন ডাকিবে
কখন উড়াবে পরাণ-পাখী।
শান্তনা বিলাতে দেবের সৃজন,
না যদি বলিবে—কি রূপে তবে
চপল-হৃদয় মানব-মণ্ডলী
পাপের পীড়নে ধরাতে রবে?
কেন নিরুত্তর? হে বরবর্ণিনি
পীড়িত প্রাণীরে নিদয়া হও?
বল-বল যেন মুখের ভঙ্গিমা
তবু কেন মৌন ধরিয়া রও?
অথবা তুমি সে কেবলি পাষাণ—
অসাড় অহৃদি মমতাহীন,
বারি বায়ু মত সদা অচেতন
জান না চেতন প্রাণীর ঋণ!
কিবা সে এখন কালের প্রভাবে
অজীব হয়েছ—অজীব যথা,
সৌন্দর্য্য ভূষিত শরীরী পরাণী
দেহেতে জড়ালে বিনাশলতা!

মৃত যদি তুমি তবে কেন এত
ও মুখমণ্ডলে লাবণ্য মাখা—
এখনও যেন সে জীবন-চন্দ্রমা
সর্ব্ব অঙ্গথরে করেছে রাকা!
নাহি কি তোমার স্মৃতির ধারণা,
নাহি কি তোমার বিনাশগতি?
ভূত কাল ছায়া নাহি কি পরাণে—
নাহি কি তোমার ভবিষ্য রাতি?
হায় রে পাষাণী পারিতাম যদি
দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,
জানিতে তা হ'লে এ ভবমণ্ডলে
কিবা সে পার্থিব মানব রাজ্!

কাশী-দৃশ্য।

অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে—
বিশাল সলিলরাশি
সম্মুখে চলেছে ভাসি,—
জাহ্নবী কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে!

শোভিছে সলিল কোলে সারি সারি সাজিয়া
শত-সৌধ-চূড়া-মালা
কপালে কিরণ ঢালা,
স্তম্ভ' পরে স্তম্ভবর,
গবাক্ষ গবাক্ষ'পর
কাঁধে কাঁধে বাঁধা যেন শূন্যদেশ যুড়িয়া!

উঠেছে সলিল-গর্ভে বারিদর্প নিবারি
কত শিলাময় মঠ,
কত অট্টালিকা পট,
জঙ্ঘা, কটি, স্কন্ধদেশ অর্দ্ধনীরে প্রসারি।

শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে—
শিলা-বাঁধা স্থলে জলে
সোপানের শ্রেণী চলে,
উর্দ্ধদেশে সৌধশ্রেণী,
নিয়ে সোপানের বেণী
চলেছে সলিলকূলে সরীসৃপ বিধানে।

না উঠিতে রবিচ্ছবি প্রাচীতের আকাশে,
কলরবে কলকল্
করে জাহ্নবীর জল;
দিগন্তে সে কলরব উঠে নিশি-বাতাসে।

প্রাণীময় যেন কূল নরদেহে চিত্রিত!
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে
পথে, মঠে, স্থলে, জলে,
কত বেশে নারীনর
আসে যায় নিরন্তর,
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।

অই দেখ উড়িতেছে "মাধোজীর ধরারা,
শূন্য ভেদি কাছে তার
অই দেখ উঠে আর
দ্বিচূড়া * মস্‌জীদ্ অই, আলম্‌গীর পাহারা †

* বস্তুতঃ চারিচূড়া, কিন্তু দুইটীই অত্যুচ্চ, দূরলক্ষ্য, এবং সহসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অই দিল্লীশ্বর ছায়া—তলে এই নগরী,
এই উচ্চ শিলা ঘাট
এই পাহাড়ের পাট,
শতচূড়া অট্টালিকা,,
ক্ষুদ্র যেন পিপীলিকা,
অগাধ সলিলে কিম্বা ক্ষুদ্র যেন সফরী!

হের হে দক্ষিণে তার আজো বর্ত্তমান
হিন্দুর উন্নতিছায়া
মানমন্দিরের কায়া,
মানসিংহ রাজকীর্ত্তি—খ্যাত সর্ব্ব স্থান;

অঙ্কিত কতইরূপ দেহেতে উহার
গ্রহাদি নক্ষত্রগতি
গণনার সুপদ্ধতি,
গ্রহণ-অয়ন-চক্র
পূর্ণ খণ্ড রেখা বক্র,
ভারতের "গ্রীন্ উইচ্" অই আগেকার।

পড়েছে সূর্য্যের আলো সুবর্ণের কলসে,
ঝকিছে দেখ রে তায়
যেন সূর্য্য শত-কায়,
সুবর্ণমণ্ডিত-চূড়া দেউলের পরশে!

† দুর্দ্দান্ত মোগল সম্রাট আওরাংজীব কাশীর অনেক হিন্দু-মন্দির বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থলে মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই একটী প্রধান মস্‌জীদ, এখনও দেদীপ্যমান আছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের এক মন্দির ছিল। মস্‌জীদের অতি নিকটে এক্ষণে আর এক মন্দির স্থাপনা হইয়াছে; তাহাকে "মাধোজীর ধরারা" বলে। যেখানে এখন মস্‌জীদ, পূর্ব্বে ঐখানে মাধোজীর ধরারা ছিল, সে জন্য কেহ কেহ ঐ মস্‌জীদকেই মাধোজীর ধরারা বলিয়া পরিচয় দেন।

কাশীমধ্যস্থলে অই সুবর্ণের দেউটি—
অই বিশ্বেশ্বর-ধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম,
হিন্দুর ধর্ম্মের শিখা,
অই মন্দিরেতে লিখা,
অনন্তকালের কোলে জ্বলে অই দেউটি!

এ দিকে নদীর পারে বৃক্ষরাজি উপরে
অর্দ্ধ বপু ঊর্দ্ধ ক'রে
যেত বায়ুস্তর ধারে
দুর্গা-মন্দিরের চূড়া * বিরাজিছে অন্তরে;

চলেছে তাহার তলে বনরাজি-কালিমা—
শূন্য-কোলে রেখা মত
তরুশ্রেণী সারি যত,
স্বভাবের চিত্রকরা,
স্বভাবের শোভাধারা,
হরিত বরণে ঢাকা স্বভাবের প্রতিমা!

উঠেছে অদূরে কার দ্রবময়ী সলিলে
স্তূপাকার সৌধরাশি,—
যেন সলিলেতে ভাসি;
কোলেতে গঙ্গার মূর্ত্তি নিন্দা করে ধবলে।

পুরাণের ব্যাসকাশী ছিল অই ভুবনে,
অই চইতের গড়, †

---

* রামনগরের দুর্গামন্দির।

† কাশীরাজ চইথ সিংহ লাট ওয়ারিন্ হেষ্টিঙ্গের শাসনকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সশস্ত্র অনুচরবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ ভবন এই গড় পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কেল্লা বর্ত্তমান কাশীরাজের নিকেতন।

বুরুজ-গম্বুজ-ধড়
সুদৃঢ় প্রস্তরে ঢাকা,
ব্যাসমূর্ত্তি,চিত্রে আঁকা,
কাশীরাজ নিকেতন অই "সিংহ" ভবনে।

হে দুর্গে দুর্গতিহরা কাশীশ্বর গৃহিণী—
ভিকারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্ত্ত'পরে
এ সুন্দর বারাণসী, ওগো শিব মোহিনী ?

বিশাই গঠিলা কিনা জানি না এ নগরে,
দেখি নাই ফ্রাঁসীপুরি
"পারিস্"—ধরাসুন্দরী ;
কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে
এ ভুবনে—কারো বক্ষে
এত শোভা দেখি নাই—নিন্দা করে ইহারে

যাই থাক্ তব মনে, হে নগেন্দ্রবালিকে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব,—
একত্র করিলা ভব
কাশীতলে দয়াময়ী দীনদুঃখী পালিকে !

হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে
নাহিক এমন প্রাণী,
হেন জাতি নাহি জানি,
কি বাণিজ্য ব্যবসার
ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যার
আশা করে যে না আনে অন্নপূর্ণা নগরে।

আমিও ভিকারী এই ভবরাজ্য ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা—

পাব কি আমার দীক্ষা
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দ্ধদগ্ধ অন্তরে ?—
দু'ধারে বরুণা, অসি,
অই কাশী—বারাণসী,
বিরাজে গঙ্গার কূলে,ধ্বজা তুলে অম্বরে।

মণিকর্ণিকা। *

কোন কালে—এই কথা শুনি লোক মুখে-
শিব শিবা তপস্যায় ভ্রমিছেন বনে,
এক দিন শিবা আসি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
বলিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে—

* কাশীর "মণিকর্ণিকা" কুণ্ড সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাতে যে বিবরণ লিখিত হইল, তাহা একজন পাণ্ডার নিকট শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার নিকট যেরূপ বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল গ্রহণ করি নাই; স্থূলভাগটিমাত্র গ্রহণ করিয়াছি। পাণ্ডার নিকট যে বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা এই ;—মহাদেব শিবানীর সহিত তপস্যায় নিরত ছিলেন, এক-দিন শিবানী তাঁহাকে জিজ্ঞসা করিলেন যে,মানুষ মরিলে পর কি হয় ? শিব উত্তর করিলেন, সে কথা স্ত্রীলোকের শুনিবার যোগ্য নহে, তাহাদের পক্ষে তপজপব্রতাদিই বিধেয়। তাহাতে মহাদেবী ক্রুদ্ধ হওয়ায় শিব তাঁহাকে শান্তনা করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া পূর্ব্বে যেখানে চক্রতীর্থ নামে বিষ্ণুর তীর্থস্থান ছিল, সেইখানে মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন। শিব শিবা দুই জনেই দরিদ্র বেশে মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শিবানীর কুষ্ঠা-শ্রিত পদদ্বয় দর্শনে গঙ্গাপুত্র ও পাণ্ডারা উহাদিগকে প্রথমে কূপে স্নান করিতে দেয় নাই ; পরে লক্ষ্মী আসিয়া মহাদেবীর পদোদক পান করিলে সকলে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে কূপে নামিতে দিল। স্নানের সময় শিবানীর কর্ণ হইতে "কর্ণিকা" ভূষণ এবং শিবের মস্তক হইতে "মণি" ঐ কূপের সলিলে পতিত হয়, তদ-বধি চক্রতীর্থের নাম 'মণিকর্ণিকা হইয়াছে।

"বিশ্বেশ্বর, তব পুরী ধরা ধন্য কাশী
মানবের মোক্ষধাম তোমার কথায়,
বল, দেব, কিবা মোক্ষ লভে কাশী বাসী
কাল পূর্ণ করি ভবে মরিলে সেথায় ?

দেখেছি জন্মিতে প্রাণী, দেখি নাই কভু
মরিলে কি হয় পরে কোথায় নিবাস,
অনন্ত কালের কোলে কিবা করে, প্রভু,
মোক্ষ-প্রাপ্ত জীব যত—মনে কি উল্লাস ?

জীবরূপে কাল সঙ্গে খেলে কি তাহারা,
খেলে যথা প্রাণীরূপে থাকিয়া ধরায়,
অথবা মুক্তির ফল—ত্যজে-দেহ কায়া
লীন হয় প্রাণীগণ তোমার প্রভায় ?"

শুনিয়া শিবার বাণী কহিলা ভবেশ
"হে প্রকৃতি, মানবের পরকাল-প্রথা
দুর্ব্বোধ— দুর্জ্ঞেয় অতি, অপার—অশেষ,
সেকথা শ্রবণে, শিবে, মনে পাবে ব্যথা ;

জপ কর, তপ কর, সঙ্কল্প-সাধন,
নিত্য-ব্রত শুদ্ধচিত্তে কর মহামায়া,
দূরগত পরকাল-প্রণালী কেমন,
বাসনা করো না চিতে ধরিতে সে ছায়া।

সুখের অবনীতল, দুঃখ যত তায়—
ভাবিলেই দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ হয়।
জগৎ সৃজিত, শিবে, সরল প্রথায়
সরল ভাবিলে ভব সর্ব্ব সুখময়।

মৃত্যু শোক বলি লোকে দুঃখ করে চিতে,
দেখেনা ভাবিয়া তত আহ্লাদের ভাগ—

মানবের মৃত্যু শোক মানবেরি হিতে,
আগে সুখ—দুঃখ পরে জগতে সজাগ।

দিবানিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন,
আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী—
এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন,
কে আগে—কে পরে, কেহ না পায় বিচারি;

কে জানে নরের মাঝে সে নিগূঢ় কথা,
কিন্তু শিবে, না থাকিলে ধরাতে শর্ব্বরী
দিবার আদর এত হতো নাকো সেথা—
সেইরূপ সুখ দুঃখ বুঝহ শঙ্করী।"

শুনিয়া শিবের বাক্য নগেন্দ্রবালিকা
হাসিল ঈষৎ মৃদু, কহিলা তখন
"বুঝিলাম, বুঝাবে না বিধির সে লিখা,
তপস্যায় থাক, প্রভু, যাই অন্য বন।"

"হইও না মলিনমনা নগরাজবালে
তপস্যা নহিলে শেষ, সে গূঢ় বচন
বুঝিবে না ক্ষেমঙ্করী—বুঝাইব কালে;
এখন চল গো, শিবে, আলয়ে আপন—

ধরা-ধন্য কাশীধামে চল গিরিবালা,
স্থাপিয়া পুণ্যের কূপ পূরাও বাসনা,
সুপথে লইতে নরে নাশি চিত্ত জ্বালা।
ভবের মঙ্গল সেতু করহ স্থাপনা।

রত যা'তে থাকে জীব নিত্য সদা কাল
ভক্তির সুপথে থাকি ভুলে শোক তাপ,
ঘুচায়ে মনের মলা মায়ার জঞ্জাল,
পরমার্থ পথে পশি করে সদালাপ।"

এত বলি, শিব শিবা ছাড়ি তপঃরূপ
উপনীত কাশীক্ষেত্রে—চক্রতীর্থ নামে
বিষ্ণুর চক্রে অঙ্কিত যেথা শুদ্ধ কূপ,
স্নানে রত লোক যাহে শুদ্ধি মুক্তি কামে।

গিরীশ গিরীশজায়া আসিয়া সেথায়
বসিলেন কূপপার্শ্বে ধরি নররূপ—
শিবের ভিক্ষুকবেশ, শিবানী মায়ায়
ধরিলেন জরা দেহ যেথা সিদ্ধ কূপ।

কটির উপরিভাগ অতি মনোহর,
নাসিকা নয়ন ভুরু সুচারু গঠন—
পরিধানে চীরবাস উরস উপর
চরণ যুগল কুষ্ঠে কুচ্ছিত দর্শন;

ক্ষত গন্ধে মক্ষিকায় করিছে বিব্রত,
অঙ্গেতে দারিদ্র মলা ঢেকেছে কিরণ,
নিকটে বসিয়া শিব চিন্তায় নিরত
মক্ষিকুল দুই করে করেন তাড়ন।

অতি কষ্টে উঠি ধীরে চলিলা কূপেতে
কুণ্ডের পবিত্র জলে করিবারে স্নান,
সোপানে চরণতল স্থাপন নহিতে
নিবারিলা রক্ষকেরা করি অসম্মান;

"অপবিত্র হ'বে কুণ্ড, না ছোঁবে অপরে
দূষিত হইবে বারি"—কহিলা সকলে
ভর্ৎসনা করিয়া কত ঘৃণা তুচ্ছ করে;—
দুঃখে শিবা চাহিলেন শিব মুখতুলে।

ভিক্ষুবেশী বিশ্বনাথ বলেন সবায়
"চক্রতীর্থ শুনি ইহা— এ কুণ্ডের জলে

সকলেরি অধিকার শাস্ত্রের কথায়
কি দরিদ্র, কিবা রোগী, বলিষ্ঠ দুর্ব্বলে।
কেন নিবারিছ এরে ?—পুণ্যে হন্তারক
যে হয়, তাহার নাই পরকালে গতি,
অসজ্জন সেই জন পরশে পাতক
দুঃখিত পতিত নিত্য সেই পাপমতি ;

দরিদ্র এ নারী এবে, রাজার দুহিতা
ছিল আগে হিমালয় যেখানে উদয়
নৃপতি কৃপণ ধনী সবার সেবিতা
ও চরণ সরোজিনী সুরের আশ্রয় ;

পবিত্র হবে এ কুণ্ড ও অঙ্গ পরশে
আর্য্য মান্য ধীর ধন্য আসিবে সকলে
ভরিবে ভারত-স্থান এ কূপের যশে
নামিতে ইহারে দাও এই কুণ্ড জলে।"

ভিখারীর বাক্যে সবে কৈলা উপহাস
বাতুল বলিয়া করে কতই লাঞ্ছনা,
ধূলি ভস্ম ছড়াইয়া পূরে জটাপাশ
যষ্টি লয়ে অবশেষে করিল তাড়না।

তখন কাতর স্বরে যাচিলা মাহেশী
বিনয় মিনতি করি স্তুতি কৈলা কত
দরিদ্র ক্রন্দন কবে পরচিত্ত ক্লেশী,—
উড়াইলা উপহাসে শিবা বলে যত।

বিস্তর কাকুতি স্তুতি বিনয়ের পর
বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়ি দিলা শেষে,
শিব শিবা প্রবেশিলা কুণ্ডের গহ্বর
স্নান করি সুপবিত্র কৈলা কূপদেশে।

উঠিলে কুণ্ডের তীরে আবার তখন
ঘেরে চারিধারে লোভি আকাঙ্খী ব্রাহ্মণ,
বলে "স্নানে নাহি ফল পাইবে কখন
স্নানের দক্ষিণা দান নহে যতক্ষণ।"

"কি দিব দক্ষিণা, কাছে নাহি কপর্দ্দক,"
বলিলা শিবানী চাহি শিবের বদন ;
"যাছিল শ্রবণে "কর্ণি" তাম্রের বালক
কূপের সলিল গর্ভে হয়েছে পতন।"

বলিলা ভিক্ষুকবেশী দেবদেব ঈশ
"আমারও মাথার মণি পড়েছে সলিলে
খুলিনু যখন স্নানে জটার বঁড়িশ ;"—
শুনে ব্যঙ্গ করে সর্ব্ব যাচকেরা মিলে।

দেখি বিশ্বনাথ ধরিলেন নিজবেশ
"রজতগিরি সন্নিভ" শরীরের ছটা,
কপালে চন্দ্রমা-ভাতি, গলদেশে শেষ,
শিরে কল্লোলিনী গঙ্গা বিভাষিত জটা।

ধরিলেন বিশ্বরমা মূর্ত্তি আপনার
মস্তকে মুকুটচ্ছটা সুচারু শোভন,
শ্রবণে কুণ্ডল, গলে মণিময় হার,
চারু রশ্মিময় মুখে ভাসে ত্রিনয়ন!

চাহিয়া যাচকবৃন্দে সর্ব্বশিবধাম
কহিলেন সদানন্দ বিরূপাক্ষরূপ—
"আজি হৈতে ঘুচে এর চক্রতীর্থ নাম
"মণিকর্ণিকার" নামে খ্যাত হবে কূপ।"

এত বলি প্রবেশিলা মন্দির ভিতরে
অদৃশ্য করিয়া রূপ ভবেশ ভবানী ;

তদবধি ভক্ত যত পবিত্র অন্তরে
স্নান করে সেই কুণ্ডে মহাতীর্থ মানি।

বিশ্বেশ্বরের আরতি।*

[আকারাদি দীর্ঘ স্বরবর্ণের প্রকৃতিরূপ উচ্চারণ
এবং অকারান্ত পদের শেষ 'অ'
উচ্চারণ করা আবশ্যক।]

জয় দেব জয় দেব জয় গিরিজা-পতি
শিব, গিরিজা-পতি দাসে পালহ নিত্য
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপাকর হে। ১
জয় দেব জয় দেব কৈলাস গিরি শিখরে
কল্পদ্রুম-বিপিনে শিব, কল্পদ্রুম-বিপিনে
গুঞ্জরে মধুকর-পুঞ্জে কোকিল কূজয়ে

---

* কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের আরতি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তদবলম্বনে এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা আরতি করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে একজনের সাহায্যে এই অনুবাদ করিয়াছি। প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শব্দগুলি ঠিক ঠিক আছে, তবে বাঙ্গালাভাষায় পঠন ও ভাবগ্রহণ হইতে পারে তজ্জন্য যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে তাহাই করিয়াছি। হিন্দিভাষাতেও বিশ্বেশ্বরের আরতি মুদ্রিত মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং দ্বারা মুদ্রিত সঙ্কলনের ন্যায় উহা পরিশুদ্ধ নহে। এই সঙ্কলনকার্য্যে কলিকাতা শোভাবাজারের ৺ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা পরলোকপ্রাপ্ত অমৃতলাল মিত্র মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

কুঞ্জবন গহনে খেলয়ে হংসাবন ললিত
শিব, হংসাবন ললিত প্রসারি কলাপ কলাপী
নাচয়ে অতি সুখিত ॥২ জয় দেব জয় দেব
তব সুললিত দেশে মণিময় আলয়ে
শিব, মণিময় আলয়ে বসিয়া হর নিকটে
গৌরী অতি সুখিতা হেরি ভূষণ ভুষিত নিজ ঈশে
হেরি ভূষিত নিজ ঈশে সেবে ব্রহ্মা আদি দেবতা
শিব, চরণ ধরি শিরসে ॥৩ জয় দেব জয় দেব
নাচয়ে সুরবনিতা হৃদয়ে অতি সুখিতা
শিব, হৃদয়ে অতি সুখিত কিন্নর করয়ে গীতি
সপ্তস্বর সহিত থৈ থৈ নাদয়ে মৃদঙ্গ
শিব, নদয়ে মৃদঙ্গ তাংধিক তাংধিক তাং তাং শবদে,
বীণা বাদয়ে অতি ললিত কুণুকুণু কুণুকুণ নিনাদে ॥৪
জয় দেব জয় দেব রুণুঝুণু রুণুঝুণু রুণুঝুণু চরণে
শিব, নূপুর সমুজ্জ্বল ভ্রময়ে মণ্ডলে মণ্ডলে
শিব, মণ্ডলে মণ্ডলে তাং ধিক তাং ধিকত্রা
চথচথ লুপুচুপু লুপুচুপু চথচথ তালধ্বনি করতালে
শিব, তালধ্বনি করতালে অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠ ঘন নাদে।৫
জয় দেব জয় দেব নানয়ে শঙ্খ নিনাদয়ে ঝল্লরি
শিব, নিনাদয়ে ঝল্লরি আরতি করয়ে ব্রহ্মা
বেদধ্বনি পাঠে ধরি হৃদি কমলে
তব মৃদু চরণ সরোজ অবলোকয়ে তব রূপ
শিব, অবলোকয়ে তব রূপ নিজ পরমেশ্বর জ্ঞানে।৬
জয় দেব জয় দেব কর্পূরদ্যুতি গৌর
ধারণ আনন পঞ্চ শিব, আনন পঞ্চ
বিষ কণ্ঠে গ্রঁহিত সুন্দর জটা কলাপ
পাবকযুত ভাল শিব, পাবকযুত ভাল
বাম বিভাগে গিরিজা তব রূপ অতি ললিত ॥৭

জয় দেব জয় দেব ত্রিশূল বজ্র খড়্গ
ধারণ পরশু শিব, ধারণ পরশু
পাশ বরাভয় অঙ্কুশ নাদয়ে ঘন ঘন ঘণ্টা
মস্তকে শোভয়ে গঙ্গা উপনীত সুরতটিনী
শিব, শিরে উপনীত সুতটিনী উপবীত পন্নগ
রুদ্রাক্ষালঙ্কৃত বরবক্ষে॥৮ জয় দেব জয় দেব
মনসিজ ভস্ম বিভূষিত অঙ্গ শিব, ভস্ম বিভূষিত অঙ্গ
ত্রিতাপ নাশন সাযুজ্য প্রাপণ ধ্যানে ধারণ করে যে ভকতে
করে যে ভকতে ধারণ শ্রুতিতে এই তব বৃষভধ্বজ রূপ।৯
ওঁ জয় দেব জয় দেব জয় জয় গঙ্গাধর হর
জয় শিব জয় গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য
শিব পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে॥১০
শিব শিব শম্ভো॥

বিন্ধ্য-গিরি।*

উঠ উঠ গিরিবর—অগস্ত ফিরিছে;
ভারতে ইংরাজ রাজ্ মধ্যাহ্নে সেজেছে;-

* এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, বিন্ধ পর্ব্বত অহঙ্কৃত হইয়া এককালে এত উচ্চ হইয়াছিল যে, সূর্য্যাদির গতিরোধ আশঙ্কায় দেবতাদিগকে তাহার গুরু অগস্ত্য ঋষির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাহাতে অগস্ত্য, বিন্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরু দর্শনে বিন্ধ্য তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য প্রণত হইলে ঋষি কহিলেন— যাবৎ আমি দক্ষিণ দিক হইতে না আসি, তাবৎ তুমি এই ভাবে থাক। তিনি আর ফিরিলেন না, এবং গুরুর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া বিন্ধ্য তদবধি সেই প্রণত অবস্থাতেই আছে। অগস্ত্য যাত্রা বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহাও এই প্রবাদমূলক।

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান তিমির নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে,—
তুমি কি এখনও শুয়ে দেখিছ স্বপন!
উঠ উঠ গিরি বর করো না শয়ন !

উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো.তুফান,
পুনঃ তেজে তোল মাথা,
পুনঃ বল সেই কথা,
সে কালে জাগায়ে নাম শুনালে যেমন ;
উঠ উঠ গিরিবরকরো না শয়ন,—

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান তিমির নীরে
ভারত জাগিছে ফিরে,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন—
নীল অজগর কায়া কর উত্তোলন।

সূর্য্যপথ রোধিবারে
উঠেছিলে অহঙ্কারে,
সে শক্তি আছে কি আর ?
ধর দেখি একবার
যে সূর্য্য ভারতাকাশে উদয় এখন !
অর্দ্ধপথে উঠ তার
তবে বুঝি অহঙ্কার !

এ আলো সে আলো নয়,
এ রবি সে রবি নয়,—
এ জ্যোতি ভারতে কভু হয় নি পতন!

এই জ্যোতি ধর গিরি
ভারতে প্রভাত করি,
ধরুক্ নূতন জ্ঞান,
ধরুক্ নূতন প্রাণ,
নূতন স্বপনে সবে দেখুক্ স্বপন!—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন!

উঠ উঠ গিরিবর অগস্ত্য ফিরিছে,
উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো তুফান,
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে!

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে?—
"নিশির প্রভাত নাই"
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবীবেদ পড়ে নি কখন,—

জানে না সে জগতের
কিবা গতি কিবা ফের;
ফের্ এ ভারতবাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি,
হাসিবে অপূর্ব্ব হাসি, লভিয়া জীবন—

চলিবে নূতন পথে
সাধিবে নূতন ব্রতে,

ফিরাতে নারিবে তায়
এ তরঙ্গ নাহি যায়
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ,—
যাবে আগে—যাবে সদা,
অন্যথা নহিবে কদা,
চিরদিন এই রীতি,
জীবনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিদ্রা—চির জাগরণ।

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ
ভারতে আসি ইংরেজ ;
ধ'রে তার পথ ছায়া
আবার তোল রে কায়া,
আবার শিখরে শূন্য কর রে ধারণ—
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।

এই সে জীবনারম্ভ,
উদরের মূলস্তম্ভ—
কত না জ্বলিতে হবে,
কত না ভাবিতে হবে,
সে জ্বালা—সে বেগ—কেবা জানিবে এখন!
ভুলিতে হ'বে আপন,
ভুলিতে হ'বে স্বপন,
জাগাতে হ'বে জীবন,
তবে সে পারিবে

ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে,
খেলাইতে এ তরঙ্গে
তবে সে পারিবে ;

জ্ঞানের শকতি লভে
জগতে যুঝিতে হ'বে,
তবে সে আসন পাবে,
সঙ্কল্প সাধিবে!

জেনো সত্য—জেনো কথা
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা
ভারত উদ্ধার পথ,
ত্যজ অন্য মনোরথ—
ভুলে যাও আগেকার পুরাণ কথন!

না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ,
কে দেখাত, কে শিখাত,
কেবা পথে লয়ে যে'ত—
যে পথ অনেকদিন করেছ বর্জ্জন!

মুখে বল জয় জয়,
ধর ধ্বজা শিলালয়,
ছিঁড়ে ফেল পূর্ব্ববেদ,
ভোলো সে প্রাচীন ভেদ—
অই—ভারতের গতি রেখো রে স্মরণ—
হে ভারতব্যাপী গিরি রেখো রে স্মরণ,

ভবিষ্যৎ পারাবার
পার হ'তে অন্য আর
ভারতের নাহি ভেলা,
ভারত জীবন খেলা
একত্রে ওদেরি সঙ্গে—উদ্ধার, পতন!

বলহে গুরুর জয়,
তোল মাথা, সন্ধ্যালয়,

ভোলো সে পুরাণ কথা,
ধর নব গুরু প্রথা—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন,—
উঠ উঠ গিরিবর করো না শয়ন।
কুম্ভজন্ম যে অগস্ত্য *
সে কি তোমা কৈল ন্যস্ত
অই ভাবে থাকিবারে,
বলিলা কি সে তোমারে
চির তরে থাকিবারে ? ত্যজ সে বচন।
আমি তোমা দিনু বর
পুনঃ উঠ গিরিবর,
ভারত সন্তান নাম
জানুক এ ধরাধাম—
মৃত ভারতের নাম জানিত যেমন !
উঠ উঠ বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্য ফিরিছে,
ভারতে ইংরাজ রাজ্ মধ্যাহ্নে সেজেছে ;—
সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান তিমির নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে ;
উড়েছে নব নিশান,
ছুটিছে আলো তুফান,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন ?
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন !—
জাগাতে তোমারে হের অগস্ত্য ফিরিছে,
ভারতে ইংরাজ রাজ্ মধ্যাহ্নে সেজেছে।

---

* প্রবাদ আছে যে, অগস্ত্য, কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন

চিন্তা।

হে চিন্তা, উদয় তোর
কেন রে ?
কি হেতু মানব মনে
এসো যাও ক্ষণে ক্ষণে
হেন রে ?

কোথা হ'তে এসো, বল, ফিরে কোথা যাও ?
মানব হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও !
খেলায় দামিনীলতা আকাশে যেমন—
চকিত মেঘের কোলে চিকণ বরণে দোলে—
মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন !

কি খেলা খেলাতে এসো, কি খেলায়ে যাও ?
খেলা সাঙ্গ হ'লে পুনঃ কোথায় লুকাও ?—
লুকাতে কতই যেন আনন্দে মগন !
বালক বালক সনে খেলে যথা প্রীত মনে,
তুমিও মানব-মনে খেলাত তেমন !

এই আছ, এই নেই, ফিরে ক্ষণকাল
ঈষৎ চঞ্চল-ভাবে থাকিয়া আড়াল,
চুপি চুপি দেখা দিয়ে চঞ্চল করিয়া হিয়ে
আবার লুকাও কোথা তব লীলা-জাল !

দেখাও কতই রঙ্গ লহরী তুলিয়া,
কত বেশে দেখা দাও ভুলায়ে ভুলিয়া !
উধাও গগন-কোলে উঠিয়া কখন
সঙ্গে করি লয়ে চল দেখাও কত উজ্জ্বল
কতই নক্ষত্র-মালা—কতই ভুবন !

এই দীপ্ত প্রভাজালে জড়িত করিয়া
অনন্ত হৃদয়ক্ষেত্র অনন্তে তুলিয়া,
দেখাও কতই লীলা—কতই লহরী
তপনের সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ঘুরিয়া রঙ্গে,
কত ভঙ্গিমার ভঙ্গে, হে চিন্তা সুন্দরী!

আবার ধরণীধামে নামায়ে, চপলে,
ঘুরায়ে পৃথিবীময় সাগর অচলে
কত রূপ ধরি, চিন্তা, কর রে ভ্রমণ—
নগর তটিনী বন কান্তার মরু ভুবন
চিত্রিত করিয়া চিত্তে, কর রে রঞ্জন!

নিশাকালে পুনরায় উল্লাসে অবশা
নিদ্রাগত ভাববৃন্দে জাগায়ে সহসা
বিরাজ হৃদয়ক্ষেত্রে, ওলো সুরঙ্গিণী,
কখনও উজ্জ্বল হাস, কখনও বা পরকাশ
ভয়ঙ্করী কালিমায়—ঘোর কলঙ্কিনী।

কখনও বা দিবাভাগে জাগ্রত স্বপনে
সজ্জন-পদাঙ্ক-রেখা লিখিয়া কিরণে
আনন্দে নাচায়ে মন, ছুটিয়া বেড়াও—
তখনি মুছিয়া তায় কুপথের দোলনায়
ইন্দ্রিয়-খেলনা ল'য়ে আনন্দে খেলাও।

কখনও নৃপতি ভাবে বসাও আসনে,
কখনও সুযশমাল্য সহাস্য বদনে
গ্রীবাতে পরায়ে দেও—পুনঃ কতক্ষণে
সঙ্গে করি নিরাশায় ধীরে ধীরে পায় পায়
আসিয়া দেখাও ভয়, ওলো কুলক্ষণে।

কখনও সহসা আসি হও লো উদয়
লইয়া শাসন-নীতি নানা লীলাময়,
কভু ভবিষ্যের পট প্রসারিত রয়
উৎসুক নয়ন পথে, তোল কত মনোরথে—
জড়িত কতই আশা, কত খেদ ভয়

কার রাজ্য, কেন হয়, কিসে হয় যায়,
উদয় অস্তের গতি কিরূপ কোথায়,
কতবার কাণে কাণে শুনাইলে, হায়,
হে চিন্তা তরঙ্গবতী, মানবের দুঃখ-গতি
ফেরে না কি, ফিরাইলে নূতন প্রথায় ?

কত জান, ও সুন্দরী, খেলার ভঙ্গিমা—
কত নৃত্য বাদ্য গীত, কতই রঙ্গিমা—
ভুলাতে ধর গো তুমি কতই মহিমা!
এই আপনার তরে পররে কেমন করে,
আবার হৃদয় পরে পরের প্রতিমা!

শুধু কি আমারি চিত্তে এরূপে খেলাও,
কিম্বা সকলেরি মন এমনি দুলাও
বাঁধি সূক্ষ্মতম ডোরে—হাসাও, কাঁদাও ?
বল লীলাময়ী, চিন্তে, সবারি কি মন বৃন্তে
এমনি ভাবনা ফুল নিয়ত ফুটাও ?

অন্ধকারে আততায়ী লুকায়ে যখন
আপন নিরীক্ষ্য জনে করে দরশন,
যখন সে ভীম অস্ত্র করে উত্তোলন,
তখনও কি তার মনে থাক তুমি সেইক্ষণে,
শুনাও তাহার কাণে তোমার ক্রন্দন ?

কি বলো, রে চিন্তা, তুমি তাহার শ্রবণে
নন্দন শুইয়া যার মৃত্যুর শয়নে
হেরে পিতা-মাতা মুখ—যেন বা স্বপনে!
কি বলো রে সে পিতায়, সে মায়েরে কি প্রথায়
দেখা দাও, বহুরূপী, কিরূপ ধারণে?

কিরূপে বা দেখা দেও নবীন প্রণয়ী
দম্পতি নিকটে তুমি—যবে মায়াময়ী
সুখের লহরী চলে মৃদুমন্দ বহি।
অথবা নিকটে যবে শিশু আ'সে হাস্যরবে,
হে চিন্তা, তখন তুমি কিবা লীলাময়ী?

অনন্ত আকাশ-প্রায় অনন্ত রে তুই
রে চিন্তা;
অকুল কালের মত বহ তুমি অবিরত,
আদি কোথা, অন্ত কোথা, কে জানে রে তোর,
রে চিন্তা?

জানি না রে কতকাল ধরার সৃজন,
জানি না কতই যুগ মনুষ্যজীবন
চলেছে এ ধরাতলে—কিরূপে কেন বা চলে;
জানি কিন্তু, চিন্তা, তুই করিস ভ্রমণ
এইরূপে চিরকাল মনের মন্দিরে,
হাসায়ে কাঁদায়ে রাজা, কিবা সে বন্দীরে;
না জানিস্ জাতিভেদ, না মানিস্ বেদাবেদ
কাফ্ফর, মোগল, হিন্দু সবে তোর বন্দীরে!

কালাকাল নাহি তোর, স্থানাস্থান জ্ঞান,
পৃথিবী, পর্ব্বত, নদ, আকাশ, নির্ব্বাণ,

সকলি আশ্রয় তোর, নিশি সন্ধ্যা দিবা ভোর
চপলার মত খেলা—প্রদীপ্ত নির্ব্বাণ!
হে চিন্তা,

কৈকেয়ী নিকটে যবে আসি দশরথ
পূর্ণ কৈলা সত্যব্রত পূরি মনোরথ,
ছিন্ন করি মায়াদামে অরণ্যে প্রেরিলা রামে—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন!

কৃষ্ণের মায়ার জালে পাণ্ডব মহিলা
সভাতে আইলা যবে ভীতা লজ্জাশীলা,
ফেলিলা নেত্রের জল কাঁদায়ে পাণ্ডবদল—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন!
যখন "কার্থেজ্" ভস্মে বসি "মেরায়স্" *
হেরিলা অতল-তলে অস্তগত যশ,
রোমক ব্রহ্মাণ্ড-লাভ আশা ইচ্ছা তিরোভাব—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন!

*সল্লা এবং মেরান্নস্ এক সময়ে রোমকব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ব-নিয়ন্তা ছিলেন। উহাদের পরস্পরের প্রতিযোগিতানিবন্ধন মেরায়স রোম হইতে পলাইয়া যান এবং ভস্মীভূত কার্থেজ্ নগরীর ভস্মরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া আপনার বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য ও কার্থেজের অস্তগত তেজ এবং ঐশ্বর্য্য পরিলোচনা করিয়া ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণকে শান্ত করিতেছিলেন; এমত সময় প্রদেশীয় পীটরের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার প্রেরিত এক-জন চর তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হওয়ায় মেরায়স্ তাহাকে এইরূপ উত্তর করেন—তোমার প্রভুকে এই মাত্র বলিও যে, তুমি মেরায়স্‌কে কার্থেজের ভস্মরাশিতে উপবিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছ।

তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন
যবে "এণ্টয়িনেট" * ভুলি রাজত্ব-স্বপন
এক ত্রিযামার কালে দুরন্ত উদ্বেগ-জালে
যৌবনে পলিত কেশ করিলা ধারণ!
হে চিন্তা,
অনন্ত অদ্ভুত তোর লীলার বিভঙ্গ,
ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহূর্ত্তেক নহ শ্রান্ত
মানব-হৃদয়-তটে খেলায়ে তরঙ্গ—
বহুরূপী-রূপ ধরি করিতেছ রঙ্গ!

শিশুর হাসি।

কি মধু মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে!
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্তে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে সৃজন?
সৃজিলে কি নিজ-সুখে?
কিম্বা, বিধি, নরদুঃখে
মনে করে,—ও হাসিটি করেছ অমন?

* অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বিদ্রোহী প্রজারা তখনকার ফরাসীনৃপতি ষষ্ঠদশ "লুয়ের" এবং তাঁহার লাবণ্যবতী যুবতী ভার্য্যা "মেরি এণ্টয়িনেটের" শিরশ্ছেদন করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা দুইজনেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারাবাসের সময় রাজ্ঞী "এণ্টনিয়েট" এরূপ উৎকট চিন্তায় দগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক রাত্রের মধ্যেই তাঁহার কেশকলাপ জরাজীর্ণের ন্যায় শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

জানি না তুমিই কি না আপনি ভুলিলে
সৃজনের কালে, বিধি ?
গড়েছ ত এত নিধি,
উহার মতন, বল, কি আর গড়িলে ?

নবনীর সর ছাঁকা,
সুন্দর শরত রাকা,
তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন ?

কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশি অনুরাগে
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন ?

ফুলের লাবণ্য বাস
অথবা শিশুর হাস,
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ ?

ছিল কি হে নরজাতি সৃজনের আগে
এ কল্পনা তব মনে ?
অথবা শশি-কিরণে
গড়িলে যখন—এরে গড় সেই রাগে ?

দেখায়ে ছিলে কি উটি সৃজিলে যখন
অমৃত-পিপাসু দেবে ?
কি বলিল তারা সবে
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ?

অমৃত কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে ?
তবে কেন ছাড়ে তারা
সুধা-অন্ধ দেবতারা—
অমৃত অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে ?

কিম্বা চেয়েছিল তারা তুমিই না দিলে;
দিয়াছে এতই, হায়,
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
কে না ভাসে, কে না চায়
আবার দেখিতে তায় ?
একমাত্র আছে অই অখিল মোহন—

জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই
শিশুর হাসির কাছে,
সবি পড়ে থাকে পাছে,
সেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই !

নাহি পর, আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,
দেখিলে তখনি মন
মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি উঠে পূর্ণ করে বুক !

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের উষা,
অই অমরের ভূষা
তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভুলায়ে !

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী,
এক হৃদয়ের আলো
উহারে করো না কালো,
অতুলনা দীপ ওটি—নিও না ও হাসি।

চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল-অমিয়,
চন্দ্রকর বারি কোলে
নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
তাও নাহি চাই, বিধি,—ও হাসিটি দিয় !

ভাসরে চাঁদের কর—হাস রে প্রভাত,
ডাক্ পাখী প্রিয় স্বরে
দোল্ পাতা ঝুরে ঝুরে
পিঠে করি প্রভাকর কিরণ-প্রপাত ;

উঠুক মানব-কণ্ঠে ললিত সঙ্গীত,
বাজুক "অর্গান," বাঁশী,
তরল তালের রাশি
ছুটুক্ নর্ত্তকী-পায় করিয়া মোহিত ;—
কিছুই কিছুই নয়
ও হাসির তুলনায় ;
জগতে কিছুই নাই উহার মতন !
কি মধুমাখানো বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে ?

পদ্মফুল।

যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি রব বল্
ওরে শতদল পদ্ম ?
কি আছে ও শ্বেত বর্ণে,
কি আছে ও নীল পর্ণে,
যখনি নিরখি—আঁখি তখনি শীতল !
যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম ?

যখন সূর্য্যের রশ্মি মাখিয়া শরীরে,
হাসিটী ছড়ায়ে মুখে
ভাসো নীল বারি-বুকে,
টল-টল তনুখানি কতই সুখী রে—
হেরিলে তখন কেন আমিও হাসি রে
ওরে মোহকর পদ্ম ?

আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর
ফোটে রে আপনি আসি,
তোমারি হাসির হাসি
পরকাশে হৃদিতলে—আহা কি মধুর!
কেন, বা, না হেরে তোরে হৃদয় বিধুর
ওরে সর-শোভা পদ্ম ?

আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে
ভিজিয়া মনের খেদে,
গোট করি কেঁদে কেঁদে
দলগুলি মোদ, ফুল, গুণ্ঠনের তলে—
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
ওরে রে মুদিত পদ্ম ?

দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে
পাই রে কতই ব্যথা,
মনে পড়ে কত কথা
ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন-উদয়ে—
খেলাত চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে!
ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম ?

কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে
পত্রদলে, শতদল!
হৃদি তোর কি কোমল!
সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে!—
আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে
হে কমলবাসী পদ্ম?

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে
শুভ্র নীল লাল আভা,
কাহার শরীর প্রভা
কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে
এত সুখে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে
রে চিত্ত-মাদক পদ্ম?

দেখেছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই
সকালে খেলিছি যবে,
সখারা মিলিয়া সবে,
তৃণময় হ্রদতীরে বিহ্বলিত হই—
ওরে ভাবময় পদ্ম?
তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবিনি ত কই
এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানিনে!
যৌবনেতে সুখোদয়
হায় রে সকলে কয়—
প্রৌঢ় সুখ কাছে আমি সে সুখ মানিনে!
পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানি নে
ওরে মনোহর পদ্ম?

যে বাস তোমাতে, হায়, সে বাস কি আর
আছে অন্য কোন ফুলে?
অমন বাতাস তুলে

ছোটে কি সুরভিগন্ধ জু'ই মল্লিকার ?
তোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার
রে কুন্দলাঞ্ছন পদ্ম ?

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে
এত কি শোভে রে বন ?
এত কি মোহে রে মন ?
হেরে যবে তোরে ফুল্ল হ্রদের লহরে
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নির্ঝরে
হে সর-রঞ্জন পদ্ম !

কথাটী ত নাহি মুখে—জাননা ত বাণী—
তবু, ওরে শতদল,
কেমনে প্রকাশে, বল্,
যে কথা হৃদয়ে তোর—কেমনে বা জানি,
ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম ?

কেউও কি দেখে না আর এ তোর সরল
মাধুরী-প্রতিমাখানি ?
কেউও কি শোনে না বাণী
তোর ও কোমল মুখে ?—আমিই পাগল !
আমিই একা কি মত্ত পিয়ে ও গরল
ওরে উন্মদেক পদ্ম ?

কেন, বল, এইরূপে ঘুরি নিরন্তর
যেথানে তোমার দল
ফুটিয়া সাজায় জল ?
না দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর—
কেন দেখি শূন্য মহী যেন বা গহ্বর
বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম ?

ঘুরিত কতই স্থানে—কত দেখি, হায়,
রাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
পাই ত কতই স্নেহ,
তবু কেন, বল্, চিত্ত তোরি দিকে ধায়—
বল্ রে নিকটে তোর ধায় কি আশায়
ওরে চিত্তচোর পদ্ম ?

ধন, মান, বিভবের সৌরভ শোভায়
এত ত মোহে না হৃদি,
থাকে না ত প্রাণে বিঁধি
এমন সুরভি শোভা সংসার-লীলায়
ভ্রমেছি ত এত কাল খেলায়ে সেথায়
রে ক্রীড়াকুশল পদ্ম !

কত বার করি মনে ভুলিব রে তোরে,
ধরিব সংসারী-সাজ
ভাঁজিয়া হৃদয়-ভাঁজ,
অন্য সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মর্ত্ত্য-ঘোরে—
ভুলে যাই শুক্লবর্ণ—ভুলে যাই তোরে !
হায়, মোহকর পদ্ম,

না পশিত চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল
শুখায় সে সাধ-লতা !
ভুলি রে সে সব কথা !
ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল—
কি মাধুরী ডোর তোর, হায় রে, অতুল
ওরে মধুময় পদ্ম

সত্য কি রে তোরি দেহে এত শোভা বাস ?
কিম্বা সে আমারি মন
প্রমাদে হয়ে মগন,

ভাবে আপনার প্রভা তো'তে পরকাশ—
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ
ওরে জড়দেহ পদ্ম ?

যাই হোক্ হে বিধানে আমার হৃদয়
মিশুক মাধুর্য্যে তোর,
হলে জীবনের ভোর,
তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়—
ভুলিব না তবু তোরে, রে সুষমাময়
সুগন্ধ-নিবাস পদ্ম !

ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডারে ডাকে সাধুজন ?
জানি না বিধির হায়, রহস্য কেমন
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম !

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে
বাঁধিলা এ দেহপুটে ?
কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাসে বানে ?
বুঝেছি, রে শতদল অচ্ছেদ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
এক সঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে !
ভুলিব না তোরে, পদ্ম,
ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে !

ইউরোপ এবং আসিয়া।

আবার উঠিছে অই রণবাদ্য ঘোষণা !
শোন হে ভারতবাসী
কি উল্লাস পরকাশি
হিন্দুকুশ * চূড়ে আজি বৃটিশের বাজনা !
এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা ;
আতঙ্কে "আসিয়া" কাঁপে,
বাজিছে সমর দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ
ঢালিয়া উৎসাহ মদ—
বাজিছে "বৃটিশ ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা !

উড়িল পাঠান রাজ্য ইংরাজের ফুৎকারে—
সমভূম ভস্মছার
অর্দ্ধেক "বালাহিসার,"
"সুতরগর্দ্দান্"-শিরে "হাইলণ্ডর" বিহারে !

"সের আলি," "ইয়াকুব," "দোরাণী" আফগান
"ঘিলিজি" "হেরাটী" দল
পদে দলি ছোটে বল—
অশ্বারোহী, পদাতিক,
"আইরিশ্," গুরখা, শিখ্,
পাহাড় পর্ব্বত ছিঁড়ে দউড়ে তোপ্খানা !

ইংরাজ আফ্গানে খালি নহে এই যোঝনা,
জানিহ ভারতবাসী
"ইউরোপ্" "আসিয়া" আসি
এ রণ তরঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি তুলনা !

---

* আফ্গানস্থানের উত্তর সীমাস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী।

তুলনা করিল শক্তি পুনরায় দু'জনে
হের তুরস্কের গায়
"প্লেভানা" দুর্গ* যেথায় ;
চমকি ধরণীতল
শিরে বাঁধি যশোজ্জল
লুটাইল "আসমান্" † রুসিয়ার চরণে !

লুটাইল "জুলুরাজ ‡ পশুরাজ বিক্রমে
যুঝিয়া ইংরাজ সনে
দুর্জ্জয় সমর পণে,
ঘুচাইয়া বন্যজাতি "আফ্রিকের" বিভ্রমে !

লুটে "গোলন্দাজ" পায় এখনও "জাভায়" §
"আচিনী" ¶ সমর প্রিয়
হারায়ে সর্ব্বস্ব স্বীয়,
লুটিয়াছে বার বার
ব্রহ্ম, পারসিক আর
চীন, শ্যাম, আরবীয়,—ইউরোপের পায় !

পূর্ব্বে যথা হিমালয় অধিবাসী দেবতা
করিল অসুরে জয়
ঐশ্বরিক প্রতিভায়,
যার তরে আর্য্য-জাতি-খ্যাতি আজও জাগ্রতা !

* সম্প্রতি রুসিয় ও তুরস্কদিগের সহিত এইখানে শেষ যুদ্ধ হয়।
† তুর্কিসেনাপতি।
‡ দক্ষিণ আফ্রিকার "জুলু" নামক অসভ্য জাতির রাজা সিতাব।
§ যবদ্বীপ।
¶ যবদ্বীপনিবাসী জাতি বিশেষ। ইহারা প্রায় দুই বৎসর কাল যাবৎ গোলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্প্রতি পরাজিত হইয়াছে।

সেই ঐশ্বরিক তেজে এ ধরণী মণ্ডলে
উন্নত উন্নতি পথে
সদা সিদ্ধ মনোরথে,
বিজ্ঞান বিদ্যুতাভাসে
দুর্জ্জয় দ্যুতি প্রকাশে,
চলেছে ইউরোপ-বাসী উপহাসি অচলে!

বেঁধেছে পৃথিবী অঙ্গ লৌহপাত প্রসারি,
পবনে শকটে বাঁধি
চলেছে উড়ায়ে আঁধি,
ফেলেছে ধরণী পৃষ্ঠে লতা যেন বিথারি

শূন্য হ'তে টানি আনি উন্মাদিনী দামিনী—
আজ্ঞাবহা করি তায়
ঘুরাইছে বসুধায়,
অগাধ অতলস্পর্শ
সিন্ধুতল করি স্পর্শ
খেলাইছে সে লতায় কিবা দিবা যামিনী।

খুলিতে বাণিজ্য-পথ মিলাইছে সাগরে
অন্য সাগরের জল,
ভেদ করি মহীতল,
ভূধর, বালুকামাঠ—দূর করি অন্তরে!

নদীর উপরে নদী সশরীরে তুলিয়া
চলেছে দেখায়ে পথ—
কোথা বা সে ভগীরথ!
উপরে অর্ণব পোত
ধারাবাহী বহে স্রোত—
জঠরে প্রশস্ত পথ দুই কূল যুড়িয়া!

কি গড়েছ, হে বিশাই, এ সবের তুলনা!
দেবতার শিল্পী তুমি,
হের দেখ মর্ত্ত্য-ভূমি
নির্ভয়ে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাঞ্ছনা!

শোন হে গর্ব্বিত বাণী কি বলিছে বদনে—
শূন্য-পথে বায়ু-স্রোতে
চালাবে মারুত-পোতে,
জলে যথা জল যান
শূন্যে তথা ভ্রাম্যমান
কর্ণ দণ্ড পা'ল তুলি গগনের গহনে।

না দিবে থাকিতে রোধ ধরাতল আকাশে,
না কাটি "প্যানেমা" চল *
সসজ্জ তরণীদল
"অতলন্ত"-সিন্ধু † হ'তে উর্দ্ধে তুলি বাতাসে।

নামায়ে "শান্তসাগরে" ‡ পূর্ব্বভাবে ভাসাবে!
স্থির করি চপলায়,
নগর নগরী-কায়
ফুটায়ে সূর্য্য-আকারে,
ঘুচায়ে নিশি-আঁধারে,
ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দামিনীরে হাসাবে!

বল হে "আসিয়া"-খণ্ড-অধিবাসী যাহারা—
অর্দ্ধভাগ ধরাতল
তোমাদের বাসস্থল—
কোন্ পথে—কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা!

* উত্তরদক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থ যোজক।
† ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।
‡ আসিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।

"ইউরোপ" ব্রহ্মাণ্ডজয়ী যে বীর্য্যের ধারণে,
শরীরে কিবা অন্তরে
কোন্ অংশ তার ধ'রে,
বিরাজিছ এ জগতে?
সাধিতেছ কোন্ ব্রতে?
চলেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তায় মগনে?

অদৃষ্টে নির্ভর করি নামিতেছ পাতালে!
"ইউরোপ্" বাঁধিছে সিঁড়ি
আকাশ ভূধর ছিঁড়ি,—
কেবলি উর্দ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে!

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী
সকলি সমান জ্ঞান!—
আছে কি না আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়
ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষি তুষ্ট হ'বে তখনি?

কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে
কি না, বল, দিলা বিধি?
করিতে ধরার নিধি
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে!

দিয়াছে এতই এরে স্বপনে কখন
"ইউরোপ" না হেরে তায়!
বল হে কোথা সেথায়
এমন পর্ব্বত, নদ,
এমন দারু, নীরদ,
এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য রতন!

কোথায় সেখানে, হায়, হেন রশ্মি তপনে!
এত জাতি ফুল ফল,
এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশিকিরণে!

সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—
আমাদের হৃদিতলে
সে স্রোত নাহিক চলে
আশ্রয় করিয়া বায়
পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায়—
বাঁচিতে—মরিতে, হায়, জানি, না রে কেবলি!

অই দেখ জানে যারা করিতেছে ঘোষণা—
শোন হে "আসিয়া"-বাসী
কি উল্লাস পরকাশি
"হিন্দুকুশ"-চূড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা!

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা;
আতঙ্কে মেদিনী কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ,
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ-ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা!

বিশ্ববিদ্যালয়ে

বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে।

(১)

কে বলেরে বাঙ্গালীর জীবন অসার ?
সৌরভে আমোদ দেখ্ আজ্ কিবা তার !
বাঙ্গালীর হৃদয়ের যতনের ধন,
তার মাঝে দেখ অই দুইটী রতন
রজনী করিতে ভোর উজলি গগন
আশার আকাশে উঠি জ্বলিছে কেমন !—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে !

(২)

কি ফুল ফুটিল আজি বঙ্গের মরুতে
ফোটে কিরে হেন ফুল কোন সে তরুতে ?
কোন্ নদী কোন্ হ্রদ্ পাহাড় উপরে
ফুটন্ত কুসুম হেন আনন্দ বিতরে ?
রে যামিনি, তারা হারা, কিবা আভরণ
আছে বল্ তোর বুকে দেখিতে এমন ?
এত দিনে বুঝিলাম সে নহে স্বপন,
ভারত-বিপিনে বীজ হয়েছে বপন ॥—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে !
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে !

(৩)

এত দিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস,
ঘুচিল হৃদয় হ'তে কালের হতাশ ॥
বাঙালীর কামিনীর হৃদয় কমলে
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে ॥
সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গ-নয়নী,
ছুটেছে যুবক সঙ্গে যুবতী রমণী ॥

পরেছে উপাধি হার—সুনীল বসন
সেজেছে অঙ্গেতে কিবা চারু-দরশন!—
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে!

(৪)

কবে দেখিব বল্ এ বিপিন মাঝে,
আর(ও) হেন কুরঙ্গিণী এ মোহন সাজে!
সে দিন হবে কি ফিরে এ দেশে আবার
নারী হবে পুরুষের জীবন আধার!
গৃহরূপ কমলের কমলা আকারে,
ছড়াইবে সুখ রাশি চাহিয়া সবারে
হবে কি সে দিন, ফিরে যবে এ কাঙালী
অলকা পাইবে হাতে অভাগা কাঙালী!—
কি আশা জাগালি হৃদে, কে আর নিবারে?
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে!

(৫)

হরিণ নয়না শুন কাদম্বিনী বালা,
শুনো ওগো চন্দ্রমুখী কৌমুদীর মালা,
তোমাদের অগ্রপাঠী আমি একজন,
অই বেশ, ও উপাধি করেছি ধারণ।
যে ধিক্কারে লিখিয়াছি "বাঙালীর মেয়ে,"
তোরি মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে॥
বেঁচে থাক, সুখে থাক, চির সুখে আর!
কে বলেরে বাঙালীর জীবন অসার।—
কি আশা জাগালি হৃদে কে আর নিবারে?
ভাসিল আনন্দ ভেলা কালের জুয়ারে॥
ধন্য বঙ্গনারী ধন্য সাবাসি তুহারে।

॥ বাপ্ হুজুক আজব সহরে ॥

ছেলাম টেম্পল্ চাচা, আচ্ছা মজা নিলে।
ভোজং দিয়ে, ভেটিং খুলে, মিউনিসিপাল বিলে।
ফ্যাক্‌ট বলি, সহর যুড়ে ভারি আড়ম্বর।
একটি জারি হবে নূতন পয়লা সেতম্বর ॥
বলিহারি সুবেদারি সুসভ্য কেতায়।
ভেল্কি বাজি ইংরাজের হদ্দ মজা হায়!

ফুরায় আগামী নিশি একত্রিশা বাসরে।
সহরে পড়িল চক্কর, পর্ব্ব ঘরে ঘরে ॥
শয্যা ছাড়ি সারারাতি না হইতে ভোর।
বাসাড়ে বাসিন্দ, বেওয়া, বেশ্যা করে সোর ॥
প্রাতঃ কালে জারি হবে নূতন আইন।
ফ্রেম্ বাধা "ফ্রান্‌চাইসে" নেটিব স্বাধীন ॥
কেরাণী, কারিন্দা, ক্লার্ক, মুচ্ছুদ্দি, দেওয়ান্।
মোল্লা, মুদি, মিউনিসিপেল্ বেঞ্চে পাবে স্থান ॥
সহর যোড়া কলের কাট নেটিব প্রজার হাতে।
দেখ্‌বো জারি বাহাদুরী কল্য দিবা প্রাতে ॥
দর্প ক'রে দুপুর রেতে "ক্যাণ্ডিডেট্" যত।
ব্যস্ত হয়ে বস্তা খুলে, সজ্জা করে কত ॥
বনেদি বাবুর বাড়ি টোটাবাতি জ্বলে।
গ্যাস লাইটে ফাইন আলো আধুনী মহলে ॥
উকিল, এটর্নি, মুদি, পোদ্দারের ঘরে।
রেড়ির তেলে আলো জেলে, পিরান্ পোসাক পরে
খোসপোসাকে সজ্জা করি বাহাল তবিয়ৎ।
স্বর্ণ চাঁপা স্মরণ করেন, সভ্য তরিবৎ ॥

দুর্গা, কালী, শিব নাম শিকেয় তুলে রাখি।
সিদ্ধ হ'ন ফুল্‌কুমারী, কিরণ্ময়ী ডাকি ॥
বিল্বপত্র বিনিময়ে "বটন হোলে" আঁটা।
শ্রীমতীর কুন্তলের বাসি ফুলের বোঁটা ॥
হৃদ্দ জপ পদ্মমুখে গন্ধ শুঁকি সুখে।
মদ্দ যান্ "মৌনী শিয়াল" হতে, ছাতি ঠুকে ॥
কোন বা বাবুজী বালা-সহিত বাগানে।
চক্ষু রাঙা, ওঠেন ঝেড়ে ভোরের কামানে ॥
চোগা, ঘড়ি, টুপি, ছড়ি টাঁকিয়া চাপ্‌কান্।
গড়াগড়ি পায়ে ধরি, নাছোড় বিবিজান ॥
ছাঁদন্ দড়ি বাহুলতা, ছেদন কঠিন।
বাবুজী ভয়েতে ভেকো, বদন মলিন ॥
দুঃখ দেখে মায়াবিনী বাঁদন্ দিল খুলে।
টপ্পা গেয়ে তেরিয়ান্ উঠিলেন ফুলে ॥
রুমালে মুছিয়া মুখ ঝাড়িয়া চাপ্‌কান।
"দেহি পদবল্লব"— বলিয়া প্রস্থান ॥
কোথাও কর্কশ কথা, বিষম ব্যাপার।
কর্ত্তাটি বলেন, 'খেপি, তলব রাজার ॥
প্রত্যূষে হাজির যদি না হইতে পারি।
সর্ব্বনাশ হবে, খেপি, পর্ব্ব আজ্ ভারি ॥
দয়াল্ দাদা "রয়াং" চড়ে যাচ্চে করে জাঁক।
কম্‌বক্‌তি, ওক্‌ত গেলো, তক্ত যাবে ফাঁক্ ॥'
ব'লে, আঁচল খুলে একদাপটে পগার হলো পার
ঘোষজা খুড়ী অবাক্ ভেবে ভোটের ব্যাপার ॥
পীরবক্স, রামগোবিন্দ, ‥ব্য ভোটর যত।
"ফ্রানচায়িসের" ফ জানে না, ভয়ে বুদ্ধিহত।
সারা রাত্রি বসে জাগে ভোটের রগড়ে ॥
হদ্দ তরিবৎ পায় মশার কামড়ে ॥

হুগের হুকুম শক্ত, সময় যদি বয়।
চাবুকে করিবে লাল্, সদা প্রাণে ভয়॥
পরিবার, পুত্র, কন্যা, হাহাকার করে।
সাবাস্ হুজুক্ আজ্ আজব্ সহরে॥
সবাই তুফান্ ভাবে, ভয়ে হবুথবু—
কবি বলে, "সাধন বিনে সভ্যতা কি কভু॥"

"ভোটিং হলে" মিটিং এবার যোটে কত লোক্।
কেহ গোরো, কেহ দুধে কেহ কৃষ্ণ জোঁক্॥
বাঁকা তেড়ি, হাতে ছড়ি, এক্‌লেঠে গড়ন।
কামিজ আঁটা নধর বাবু নাগর কোন জন॥
কেহ বা দোমেটে গাঁদা, কেহ ঘঁটুরাজ।
মাথাছাটা মেইদি কেহ, কেহ সিমুল্ ভাঁজ॥
গাড়ি গাড়ি নামে বাবু, বণিক, কেরাণী।
কাঁড়ি কাঁড়ি ক্যাণ্ডিডেট্, ফ্রেণ্ডের কোম্পানি॥
কেহ চড়ে যুড়ি ফেটিন্, কেহ আপীস্ জানে।
কেরাঞ্চি কাহারো ভাগ্যে, কারো বা ঠন্‌ঠনে॥
কেহ বা আড়ানি তোলা "ব্লাক্‌বুটের" ছাল্।
কারো শিরে "প্যারাসল্" বিলিয়ানা চাল্॥
"এল্‌বো" ঠেলে "হলে" ঢোকে সেথো লয়ে সাৎ।
ইংরেজী ধরণে গতি সাবাস্ ক্যাবাৎ॥
"মার্চ" করে পিছে পিছে ভোটর ভায়ারা।
আগে আগে যষ্টিধারী ফুলিস্ পাহারা॥
কেঁদে বলে হুঁসিয়ার্ ভোটর সে কোনো।
ছেড়ে দেও "দণ্ডবিধি," কাণ্ড কি তা শোনো॥
ঘরে আছে পাঁচটী ছেলে, একা রোজ্‌গারী।
আমার ওপর বিনি দোষে "পত্তর্"কেন জারি?
"ফরণ চীজ্" চাইনা বাবা ছেড়ে দাও যাই।

সাবাস হুজুক আজব সহরে।

ঘরের খেয়ে, বনের মোষ, কি হেতু তাড়াই॥
তার সঙ্গে অন্য কেহ বলে কিন্তু হয়ে।
যমের ঘরে আমাদের কেন যাও বয়ে॥
আমীর উজীর ওরা, কেহ বা মনিব্।
ওদের সাতে পারবো কিসে আমরা গরিব॥
ভোটের লড়াই এমন্‌ধারা আগে জানে কেটা।
তা হলে কি ধরা দিয়ে ভুগি এত লেটা॥
কান্নাকাটি, ঝটাপটী, কত করে সোর।
"হগের" পুণ্যে কত পিণ্ডি—পুলিসের জোর॥
"ব্যাটন" গুঁতোর চোটে তোলে ভোটের্ কলে!
মর্ম্ম"হীটে" চর্ম্ম ফাটে, ভাসে ঘর্ম্ম জলে॥

বার থাড়া দুই দল "হলের" দুধারে।
মধ্যস্থলে মধ্যবর্ত্তী "সাইন্" হাঁকারে॥
"ইলক্‌টর" "ক্যাণ্ডিডেট" হবে জোঁকাজুঁকি।
পল্লিবাসী "ফ্রেণ্ড"দের গাত্র শোঁকাশুঁকি॥
কোথায় ঈশ্বরগুপ্ত তুমি এ সময়।
চতুর রসিকরাজ চির রসময়॥
দেখিলে না চর্ম্মচক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগৃহ রঙ্গ, ব্যঙ্গের বাজার॥
কিছু কাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে!
"লিবার্টির" জন্ম দেখে কলম নিতে কেঁচে॥
সাজাতে কতই রঙে নব্যতন্ত্র সঙ্।
, গরদ, গজে ঢালতে কত রঙ॥
বল্‌তে কেমন পাকা গোঁফে কলপ শোভা পায়।
বলিহারি জরির টুপী বুড়োর মাথায়॥
ঝুঁটিদার মোড়াসার আহা কিবা ঘটা।
বা (ও)য়াত্তুরে শিরে তাজ, কুরুক্ষেত্র ছটা॥

ঘুন্‌ধরা বনেদি বুড়ো, শিরে ত্যাড়া টুপী।
লেন্ বসানো "বেলাক্ ক্যাপে" ঝোলে "শিক্লি" খুপী
অপরূপ শোভা, আহা, বাব্‌রিছাঁটা চুলে।
শ্মশানশায়ী কান্ত হেরি কান্তা যাবে ভুলে॥
সাম্‌লার স্থকার্ণিস, মোড়াসার ফের।
মোগ্‌লাই ধুনুচির মাথা ধরা ঘের॥
"ব্লাক হ্যাট্", "ফেল্‌ট" টুপী, বোম্বেয়ে লণ্ঠন্।
লাইন্‌বাঁধা সারি সারি "জাইন্" কেমন॥
বাঙ্গালী বাবুর সাজ্ আমার চখে বালি।
নকলে মজ্‌বুৎ বঙ্গ, আসলে কাঙালি॥

ফর্দ্দ হাতে মধ্যস্থলে মধ্যস্থ দাঁড়ায়।
মেম্বর বাছনি হলে "ব্যাটন্" হেলায়॥
ভোটর ধরে "আস্ক" করে তুমি কারে চাও ?
কোনজন বলে, সাহেব, ঐটী আমায় দাও॥
কেঁড়ে কেতাব্ উড়ে কীৰ্ত্তি, বগলে যাহার।
এলেম্‌ভরা, "ডি এল" মারা পছন্দ আমার॥
"রাইট" বলে "ব্যাটন্" তুলে বাছন্দার চায়।
"ইলক্‌টর" অন্য জনে ইঙ্গিতে সুধায়॥
সে জন বলে পরিপক্ক খাসা কালো জাম্।
"নিগর্‌কুলে" কালাচাঁদ ঐটী নেব হাম্॥
এক্‌তুরুপে, টেক্কা মেরে, "ব্যোম্" করে বসেছে !
"অম্বল" থেকে "অনারেবেল," আর কে অমন আছে॥
হেসে পুনঃ "আপীসার" "ব্যাটান্" ধরে তুলে।
বৈষ্ণব ভোটর বলে মনের কথা খুলে॥
আমি লবো রাঙা অই মুরলী রসিক।
রস ভরা মুখখানি, হাসি ফিক্ ফিক্॥
মাথা ঘুরে পড়ে হেরে নয়নের ঠার।

অমন সুন্দর ছেলে কোথা পাব আর॥
বলিছে ভোটর কোন অই যে ও সেরে।
ছাঁটা গোঁফ, কাঁচা পাকা, ঘটা করে ফেরে॥
দোহারা চেহারা খাসা, চোগা বুটিদার।
টাকার আণ্ডিল উঠি "ফণ্ডের" ভাঁড়ার॥
দানদার দাতা তবু "পর্স" নহে "লূস্॥
ঈশপের উপন্যাসে অই সে "গোল্ড গূস"
গিনি কাটা খাঁটি সোণা, আছে "টুরু" রিং॥
দেখে শুনে নিতে হল্যে "দ্যাট্ ঈজ্ দি থিং॥"
কেহ বলে আমি চাই অই সুব্রাহ্মণ।
পাকা দাড়ী,—সাদা চুল, ঋষিটি যেমন॥
বিদ্যের জাহাজ বুড়ো, বৃদ্ধের নবীন।
খ্রীষ্টানের মুখপাৎ, চোখানো সঙ্গিন্।
আমার পছন্দ অই খ্রীষ্টভেক্ধারী।
সাপোর্টে দিলাম ভোট, জিতি আর হারি॥
"হোর্রা" দিয়ে, হেনকালে, ঢোকে দেখি "হল"
ভঙ্গিতে বুঝিনু তারা উকিলের দল॥
চমকে চমক্ ভাঙে, "টীণ্ট" হ'তে নামি।
"এণ্ট্রান্স" আটক করে দাঁড়াই গিয়া আমি॥
সকলের আগে এক মর্দ্দ দিল সাড়া।
দিগ্গজ ছ হাত, এযন তালের কাঁড়ি খাড়া॥
আদ্পাকা চুলেতে তেড়ি, বুরুসে বাগানো।
"পারফিউমে" ভরা কেশ, রুমালে ছড়ানো॥
সখের প্রাণ, শাদাশিদে, বল্ছে যেন হাসি।
"দেল্দারিতে" খ্যাতি আমার, আর সকলি বাসি॥
"সেকেন্" করে ছাড়ি তারে অন্য কথা নাই।
হীরে বাঁধা হৃদয়খানি, ঐটি আমি চাই॥

এবার টিকিট হেরে হাসি নাহি ধরে।
লেখা তাতে গোটা গোটা ছাপার অক্ষরে
গণিত, গায়ক, গাড়ী, "চটকে মস্থর॥"
হিঁদুয়ানি হেকৃমতে হদ্দ বাহাদুর ;
বারো মাসে তের পর্ব্ব, বাই, খেম্‌টা নাচ।
"হেল্‌থ" ভালো, চিরকাল ঢালাই করা ছাঁদ॥
রাষ্ট্র যুড়ে "ফাষ্ট" খ্যাতি, ডঙ্কা মারা নাম।
সর্ব্ব ঘটে অধিষ্ঠান, বর্ণচোরা আম্॥

দুই "পাস" একেবারে শূন্যেতে উত্থান।
এইবার রক্ষা কর মুস্কিল্‌ আসান॥
দুই বাঙালে এক সঙ্গে "হলে" যেতে চায়।
কারে রাখি কারে ছাড়ি, পড়ি ঘোর দায়॥
এক বাহাদুর "হল্কে" ভারী বক্ষ ফাঁপা পেট।
হাল্কাদেহ কঞ্চিকাটী অন্য ক্যাণ্ডিডেট॥
ছিপ্‌ছিপে বাঙাল বাবু রাগেতে ফোঁপায়।
হুদো পেটা ভুঁদো দাদা মজ্‌বুৎ কথায়॥
রাকাড়ে রাকাড়ে ওটে কন্দলের ঝড়।
হাঁকাহাঁকি চেঁচাচেঁচি, বেহদ্দ বেগড়॥
বিদ্‌কুটে বাঙালে গোসা বড়ই বালাই।
আহেলী বেলাতি বোল্, আন্‌কোরা ঢাকাই॥
গরম গরম আচ্ছা রকম ইংরাজি ফোড়ন।
ভাস্‌চে তাতে সাধু ভাষা, মিষ্ট বিলক্ষণ॥
ভোটিং গেল ভ্যাস্তা হয়ে, "ফ্রেন্‌সিপ্ কূল্"
কবি বলে দুজনাই "ডাউন্ রাইট্ ফুল্"॥
"অনর্" বজায় কত্তে হলে, ঘুশি সাফাই চাই।।
"ভল্‌গার" ব্যবস্থা কেন কথার লড়াই॥

আলীপুর যুড়ি যুড়ি গাড়ীতে ছয়লাপ।
চোপ্‌দার, চোপ্‌রাসি, ভৃত্য, কটিকসা চাপ ॥
পেগম্বর জমিদার, খোস্ক রদ্দি রাজা।
শিল্ক, সাটিন্‌, গরদ, চেলি, চাঁপকানেতে ভাঁজা ॥
গলবস্ত্র সেক্রেটার সাহেবানে ঘেরে।
"পাইমেণ্ট" পাস পাইতে দ্বারে দ্বারে ফেরে ॥
কেহ বলে খোদাবন্দ দুই লক্ষ আয়।
কেহ বলে "ভারত তারা" আমার গলায় ॥
কেহ বলে আমার "ফনে" ব্যাঙ্ক খাড়া আছে।
কেহ বলে "ফ্যামিন্‌ ফনে" অনেক টাকা গ্যাছে ॥
"মা বাপ" সাহেব তুমি রক্ষা কর মান।
নৈলে ঘরে ফিরে গেলে, বোঁচা হবে কাণ ॥
অতি বৃদ্ধ পিতামহের খেলাৎ তুলে কেহ।
বলে সাহেব, সবার আগে আমায় "পাস্‌" দেহ ॥
কেহ বলে কৃষ্ণদাস আমার প্রতিবাসী।
খোদাবন্দ ফেল্‌ কল্লে পাড়া শুদ্ধ হাসি ॥
মৌলভী বলেন আমি মুসল্‌মানের চাঁই।
হুজুর্‌ যেন ইয়াদ থাকে. বান্দার দোহাই ॥
নবাব বলেন আমি নমুদী উজীর।
হকিয়তে আমার হক্‌ ফিদ্‌ বি হাজির ॥
ফেসাদ করে, কত সেধে, মাথা কুটে, কেঁদে।
একে একে ফেরেন সবে জয়পত্র বেঁধে ॥
বাঙ্গালায় বন্দনীয় যত অবতার।
বলিহারি বঙ্গবাসী তারিপ্‌ তোমার ॥

নগর ভিতরে হেথা নাগরীর হাট।
নবীন তরঙ্গ তুল্লে করে কত নাট ॥
বাছনি, "ভোটিং হলে," নাচনি পাড়ায়

ব্যঙ্গভরা বামাস্বরে শ্রবণ যুড়ায় ॥
বিবিয়ানা তোঁরকাটা তরুণ তরণী।
তেফেরা সাড়ীতে বেড়া, গাজের উড়নি ॥
"রুজ" মাখা মুখ খানি, পাখা নিয়ে হাতে।
গরবে গজেন্দ্রগতি ঘুরিছেন ছাতে ॥
উদ্দেশে কাহারো বলে ভাল বুকের পাটা।
মিউনিসিপেল কমিসনর হবে আবার সেটা ॥
মেগের হাতে রাঁড়া রুলি, পেগের বড়াই খালি।
বাগীচা, বাগান, বোট, নাই একটা মালী ॥
সে আবার হইতে চায় ভোটের মেম্বার।
পোড়া কপাল কালামুখ, ধিক্ ধিক্ ছার ॥
বাড়ীর নিকট ছাতে, সাড়ী কালাপেড়ে।
আঁচলে চাবির থোবা ঝোলে গলা বেড়ে, ॥
বসিয়া জনেক রামা "উল্লেন্" বিনায়।
শিঁথিতে সিন্দুর ছটা চাঁদের শোভায় ॥
শুনে কথা, মরালের মত মাথা তুলে।
বলে হাঁ, হাঁসি পায়, যম আছে ভুলে ॥
কাঁড়তে কি যোটে মান, বড়িতে খিচুড়ি।
গুড়েতে কি গাজা হয়, এক আঙ্গুলে তুড়ি ॥
আঙ্গট, ঘড়ির চেন, বানরে কি সাজে।
আমার ভাতার হলে, আমি পালাতাম লাজে ॥
হরপের এক অক্ষর যার ঘটে নাই।
সে হবে মেম্বর। তার মেগের মুখে ছাই ॥
কোন গবাক্ষের কাছে রমণী আহ্লাদে।
লক্ষ্য করি অন্য জনে কথা কহে ছাঁদে ॥
কিপ্‌টে ভাতার কেয়া কাঁটা, কুম্‌ড়ো বলিদান।
মুখ মিষ্টি মধুপর্ক, সকলি সমান ॥
সে বলে তলানি, জানি পুরুষ বড় দাতা।

লম্বা কোঁচা পরের কাছে, ঘরে ছেঁড়া কাঁথা॥
বল্যে—পালটা গেয়ে, আল্‌তা মাখা পা দুখানি তুলে।
আয়না ফেলে, জাঁন্‌লা দিয়ে, চল্লো খোলা চুলে॥
কবি কহে "ফিমেল" বাছাই হয় যদি কখন।
বাছুনির বাহাদুরী দেখাব তখন॥

পোলিং শেষে- হাজ্‌রে ডাকা, পরক্‌ ভারী দড়।
বাছাই করা মেম্বরেরা কাউন্সেলে জড়॥
কাগজ হাতে, হগ্‌ বাবাজী, হাকিমি ধরণ।
একে একে, ডাকেন সবে ত্যাড়া উচ্চারণ॥
নবাব নমুদ আলী, খান্ সামা গোলাম,
রায় রাজেন্দ্র, শ্রীরাম মুগী ? উত্তর—"সেলাম"
কুমার ভেকেন্দ্র, কৃষ্ট, কানাই নাজির,
সাহেব জাদা সেকেন্দর ? উত্তর—"হাজির"
নাপিত নদের চাঁদ, পদ্মবাহাদুর,
ছিদাম মালী, শ্রীধর মুচী ?—"হাজীর হুজুর॥"
রামভদ্র চেতলঙ্গী, নবি বর্কন্দাজ,
অনারেবেল শিষ্টদাস ?—"গরিব নমাজ্॥"
প্যাগম্বর "সি, এস, আই," পরেশ তৈনৎ,
শ্রীরাম মস্তফি "হায়" ?—সাহেব দণ্ডবৎ॥
মৌলভী তালিম্ মিয়া, ইন্দ্রেন্দ্র পিরালী,
ঘুড়েল সাবুই বাগ্ ?—"হাজির হুজুরালি॥"
ডিপুটি নফর বক্স, সৈয়দ নবিস্তে,
জো হুকুম শিরপ্যাঁচা ?—"আপ্‌কি ওয়াস্তে।"
হাজ্‌রে ডেকে, সাহেব গেল, যাত্রা ভঙ্গ গোল!
হল্লা দিয়ে ছুটলো পাছে তারুই মাঝের "শোল"
কোলাকুলি, গলাগলি, "সেকেনের" ধূম।
মিউনিসিপেল মক্স দেখে, আক্কেল গুড় ম॥

হায় কি হলো ?—

(১)

হায় কি হোল ?—কলমছুঁতে হাসি এলো মুখে !
ভেবেছিলুম্ মনের কথা লিখ্‌বো ছাতি ঠুকে !
এলো হাসি—হাসিই তবে, ঢেউ খেলিয়ে চ'ল্যে,
ছড়াক্ খানিক্ রসের্ কথা—"হায় কি হলো" ব'ল্যে !

(২)

হায় কি হলো দেশের্ দশা রিপণ্ রাজার্ ভুরে ?
সাদা কালো সমান্ হবে ,—সবার মুণ্ডু ঘুরে !
আসল্ কথা রইল কোথা, কেউ না সেটা খোঁজে ;
কথার লড়াই, কথার বড়াই,—হাওয়ার সঙ্গে যোঝে!
সফেদ্ কালা মিশ খাবে না,—সমান্ হওয়া পরে !
নাচের পুতুল্ হয় কি মানুষ তুল্লে উঁচু ক'রে ?

(৩)

হায় কি হলো—পেটের্ কথা বেরিয়ে গেল কত !
ইস্তক্ সে লাট্ টম্‌সন্—বেরাল ইঁদুর যত—
"রাষ্ট্র ক'রে ব'লে দিলে গুপ্ত প্রেমের কথা,"
উচ্চপায়া, নেটিভদিগের সেটা কথার্ কথা !
ধর্ম্মভীতু এদিশীও তাদের্ ভিতর ছিল,
স্পষ্ট কথা ব'লে দিয়ে—"পুরস্কারি" নিল !

(৪)

হায় কি হলো—কত লোকের ভ্রম্‌টা গেলো ঘুচে !
বিলেত ফেরা এ দেশীতে প্রভেদ নাইক ছুঁচে !
যতই বলুন্, যতই শিখুন্ তাদের চলন্ চাল্,—
ইংরেজেরা ভোলে না তায়,—হায়রে কলিকাল্ !

(৫)

হায় কি হলো— কপাল পোড়া, উমেদারের্ পেসা
পড়্‌লো চাপা,জাঁতার্ তলে—সাহেব বড় গোষা !

অন্ন গেলো বাঙালিরই, আর কি হলো তায়!
এ পোড়া ছাই "ইল্ বার্টবিল্" কেন হায় হায়!

(৬)

হায় কি হলো—দেশের দশা বিলেত গেল রমা,
তিন্ দিন্ না যেতে যেতে খৃষ্ট ভজে, ওমা!
পুরুষ্ পাছে মেয়ে আগে সুফল্ তাতে ফল্‌বে না,
চাই এ দেশে, আর্ কিছু দিন্, এ দিশী "জানানা"!

(৭)

হায় কি হলো—কথার্ দোষে সুরেন্ গেলো জেলে!
ইংলিস্‌ম্যানে "কন্‌টেম্পট" ও "সিডিসন্"ও চলে?
আহেল্ বেলাত্ নরিস্ সাহেব ধর্ম্ম অবতার
দেশের্ ছেলে খেপিয়ে দিয়ে ক'ল্লে একাকার!
ফিন্‌কি ছুটে ভারত্ জুড়ে আগুণ গেল লেগে;—
হায় কি হলো—ছেলে গুলো পুলিস্ দিলে দেগে!

(৮)

হায় কি হলো?—বঙ্গদেশের্ কপাল গেলো ফিরে?
গুলি পূরে গোরা ফউজ দাঁড়িয়ে বারাক্‌পুরে!
আস্‌ছে সুরেন্ ঘরে ফিরে—এইত কথা সাদা,
এতেই এতো আড়ম্বরি—ইংরেজ কি গাধা!

(৯)

বোঝে যারা "হায় কি হলো"—তাদের কাছেই বলি,
"ন্যাসনেল ফনের্" ব্যাপার্‌টা নয় কি ঢলাঢলি?
পরের অধীন্ দাসের জাতি "নেসেন" আবার তারা?
তাদের্ আবার "এজিটেসন্"—নরুন্ উচু করা!

(১০)

হায় কি হলো—দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে!
প্যার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত রাজ্য পরে।

সবাই "লীডর"—কর্ত্তা স্বয়ং— আপনি বাহাদুর,
কতই দিকে তুলচে কতো কতই তরো সুর!

(১১)

হায় কি হলো–আকাল এলো আবার ধ্বজা তুলে,
রাজার পুণ্যে প্রজার কুশল—লেখাই আছে মূলে!
হায় কি হলো তাদের আবার,—অন্ন যাদের ঘরে?
জমিদারের গলা টিপে স্বত্ব চুরি করে!
"টেনেন্সিবিল" নামে আইন হ'চ্চে তৈয়ার করা,
গয়া গঙ্গা গদাধর ভূস্বামী প্রজারা!

(১২)

হায় কি হলো—বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম্ দেছে ছেড়ে!
হায় কি হলো–দেশ্‌টা গেছে "সাপ্তাহিকে' জুড়ে!
হায় কি হলো–ভূদেব গেলো. ছেড়ে গুরুগিরি!
হায় কি হলো–হেম্, নবীনের্, নাইকো জারিজুরি!

(১৩)

সবার্ চেয়ে হায় কি হলো—ওই যে হাসি পায়,
"হেষ্টি পিগট" মিষ্টি কথা—"মিষ্টিরি" তলায়!
কি কাণ্ডটা ছি ছি ছি ছি · "ন"জ্জার কথা বড়!
পাদ্‌রী হয়ে উভয় দলে—রগড় এত দড়?

(১৪)

হায় কি হলো—আধ খানা মাঠ জুবার্ট নেচে ঘেরে!
বিষয়টা কি, বুঝতে নারি কাণ্ডখানা হেরে!
আদ্দেক্ বাড়ী সহর্ মাঝে হ'চ্চে মেরামৎ;—
শুন্‌তে ভালো "এক্‌জিবিসন্"—এক জনার কিস্মৎ!
দেশের শিল্পী কারিগুরি শিখবে বিলাতীরা—
অন্নাভাবে দুদিন্ বাদে মর্‌বে এদেশীরা!

হাস্‌বো "কত একজিবিসন্" দেশের্ ভালো করে !
খেতে অন্ন নাইক যাদের্—একি তাদের তরে ?

(১৫)

হায় কি হলো, দাঁড়াই কোথা ?—ইংরেজে ইংরেজে
তুমুল্ কাণ্ড বেধে গেছে—সবাই মল্লসাজে !
বল্‌চে যত "কলোনিরা" আম্‌রা হিঁস্যে চাই,
"আষ্ট্রেলিয়া" ভাগ্ বসাবে অন্য কথা নাই !
এ দিশী ইংরেজে যত বাঁধ্‌ছে সবাই দল্,
রাখ্‌বে ভারত্ নিজের হাতে— দেখিয়ে বাহুবল !
"ইংলিস্‌ম্যানে"র ফরেল্ সাহেব কচ্চে "কম্যাণ্ডরি, !
পেছন্ থেকে পাইওনিয়ার্ হাঁক্‌চে হাওলদারি !
বাপ্‌রে বাপ্ কি চেহারা "ভলণ্টিয়ার্" গণ
দাঁড়িয়ে গেছে সাঙ্গিন্ হাতে—কাঁপচে কলা বন্ !
আর্ কি থাকে রাণীর রাজ্য ?—নীলকর্, চা-কর্
সাঙ্গিন্ থাড়া দিচ্চে সাড়া—উচিয়ে হাতিয়ার্ !
ছেড়ে দেবে ছর্‌রা-ভরা—পাখী-মারা "গন্,"—
উড়ে যাবে দুলাখ্ সেপাই—"আর্ম্মি"-—"সেলর্"-গণ !
তাইত বলি "হায় কি হলো"—রাজ্য আলমগিরি !
একেই বলে দেশোন্নতি—সাবাস বলিহারি !
বুঝ্‌বে যদি "হায় কি হলো"—পয়সা কটি দিও,
যত্ন ক'রে বঙ্গদর্শন্ কাগজ্‌খানি নিও !

নেভার্—নেভার।

(১)

গেল রাজ্য, গেল মান্, ডাকিল ইংলিশম্যান্,
ডাক্‌ছাড়ে ব্রান্‌শন্ কেশুয়িক, মিলার্—
"নেটিবের কাছে খাড়া, নেভার—নেভার!"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান্,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা।"
বিবিজান্! দেহে প্রাণ কখনো তা হবে না॥
হিপ্ হিপ্ হিপ্ হুরে হ্যাট্ কোট্ বুট্ পরে
সরা ভাবে জগতেরে—তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে?—নেভার্—নেভার"!!
"নেভার"—সে অপমান হতমান বিবিজান্,
নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা।"
দেহে প্রাণ, বিবিজান্! কখনো তা হবে না॥

(২)

কাঁপিল মেদিনীতল, ধরা যায় রসাতল,
অস্ত্র ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে "ভলেণ্টিয়ার ছুটেছে,
কাগজ কলম ধরে কামিনীরা উঠেছে!!
হুরে হিপ্-হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভো—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।"

(৩)

বিলাতি বৃষের রব কামিনী খেপিল সব,
বল্লভের কাছে গিয়া কাণে দিল পাক্,
পুচ্ছ তুলে নৃত্য করে অতুল আনন্দভরে
ডাকিল বৃটিষ-বৃষ গাঁক্ গাঁক্ ডাক্॥
হুরেহিপ্—হুরে হো, শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা—"ফ্রীডম্—এভার।"
"নেভার"—সে অপমান, হতমান বিবিজান

নেটিবে পাবে সন্ধান আমাদের "জানানা।"
দেহে প্রাণ বিবিজান, কখনো তা হবে না॥

(৪)

আয়রে ফিরিঙ্গি ভাই সিন্ধুপারে চলে যাই
সেখানে "লিবার্টি হল" আমাদেরই সভা।
পাত্র মিত্র যত জন সকলেই গবা!—
বুঝাইব খাঁটিহাল্ আছিলাম এতকাল
হিন্দুদেশে ভালবেসে হিন্দুর সন্তানে,
সিংহ যেন মৃগ কোলে স্বর্গের উদ্যানে!!
লাথি কিল পটাপট্, জুতো চড়্ চটাচট্,
"লিভর্" পীলে ফটাফট আপনি যেতো ফেটে!
আমরাই করুণায় মলম্ মাখায়ে গায়
রাখিতাম কোলে করে হিন্দুর সন্তানে।
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের বাগানে!
হুরেহিপ্—হুরে হো— শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার"।

(৫)

হুঁসিয়ার ইলবার্ট দেখো হে রিপণ্ লাট—
সাহেব-রক্ষিণী-সভা সংগঠিত হয়েছে।
দুপোঁচ তেপোঁচ মিলে লক্ষ টাকা দেছে তুলে
চাম্ড়া কটা কতগুলা "এম্ফিবিয়স্" যুটেছে।—
হিপ হিপ—হিপ হুরে হ্যাট কোট বুট পরে,
তাদের বিচার করে এ জগতে কেটা?
আয় রে ফিরিঙ্গি ভাই, সবরঙা ডাকে সবাই—
সিন্ধু পারে দেখে আসি ইংরেজের সভা।
পালে ঢুকে মিশে যাব আন্দ্রু পিন্দ্রু নাহি রব
সিংহদলে স্থান পাব বেছে নেবে কেবা!
হুরে হিপ—হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
এ দিশী "বৃটন" মোরা গোরাদের ব্যাটা!!

(৬)

জয় জয় বৃটনের জগৎ পেয়েছে টের—
ভারত উদ্ধার হবে আমাদের "মিসনে।"
সে বাসনা যতকাল পূর্ণ নহে, তত কাল
আমরা থাকিব হেথা কি করিবে রিপণে ?—
ভারত উদ্ধার হবে, আমাদেরই "মিসনে ! ! !"
হিপ হিপ্—হিপ হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে
বেড়াব শিকার ধরে যেথা পাব ভুবনে—
কি করিবে আমাদের "টেরেটর" রিপণে ! !
শত্রু যদি করে গোল্, ধরিব বৃষভ বোল্,
উচ্চতানে শুনাইব নিছক খেউড়।
সাবাস ইংরেজ জাতি সাবাস বুকের ছাতি,
লাঙ্গুলে বেঁধেছ ভাল সভ্যতা নেযুড় ! !
হুরে হিপ—হুরে হো— শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ—
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার।"
হুরে হিপ—হিপ—হুরে, হ্যাট কোট বুট পরে
সরা ভাবে জগতেরে তাদের বিচার
নেটিবের কাছে হবে ?—"নেভার—"নেভার্ !"

(৭)

কলরবে কুতূহলী নেটিবের দল।
জনবুলে দেখাইল শিংঙভাঙা কল ॥
দেখাইল বাড়ী গাড়ী জুড়ী বাছা বাছা।
"ম্যাঙ্গো ফিশ" মনোহর আনন্দের খাঁচা ॥
ছড়া ছড়া পরিপক্ক তাজা মর্ত্তমান্।
দেখিলে ইংরেজ যাহে সদা মুগ্ধ প্রাণ ॥
দেখাইল রত্নগর্ভা বাঙালার সুবা।
মান্দ্রাজ বোম্বাই দেশ চক্ষুমন্‌লোভা ॥

রত্নমঞ্চ "রেসিডেন্সি" দেখাইল কত,
জ্বলিছে ভারত জুড়ে মাণিক্ পর্ব্বত!
চলেছে তাহার তলে এদেশী রাজারা,
পৃষ্ঠপরে শ্বেতকায় রাণীর প্রজারা!!

হুরে হিপ—হুরে হো শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভো
বৃটন স্বাধীন সদা "ফ্রীডম্—এভার॥"

(৮)

হটাৎ পড়িল ডাক সামাল্ সামাল।
বলি শোন্ ওরে ভাই ইংরেজ ছাবাল।
এ রাজত্ব ছেড়ে আর কোথা যাবি বল?
চির শিক্ষা বৃটনের পৃথিবীর লুট—
ভারত ছাড়িয়া যাবো—টুট টুট টুট!!
ধূপ্ছায়া ভায়ারা সবে শোন তবে বলি,
আরমেনিয়া যাও হে কেহ—কেহ চূণাগলি॥
পষ্ট কথা বলা ভাল বিঘ্ন বড় ভারী—
"মিলচ্ কাউ" ইণ্ডিয়ারে ছেড়ে যেতে নারি!!
সবাই মিলে "অ্যা হেম্" বলে পকেট পানে চায়,
উচ্চতানে ধীরে ধীরে হাম্বা স্বরে গায়—

হুরে হিপ্—হুরে হো—শিঙে বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ
বৃটন স্বাধীন সদা—"হেথা ফরেভার॥"
হিপ্ হিপ্—হিপ্ হুরে হেথা ছেড়ে যাব ফিরে?
"ড্যাম্ দি নেটিব বিল "নেভার-নেভার!!"

বাজিমাৎ।



বেঁচে থাকো মুখুর্য্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাং রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে॥
"ফিক্রু" দানে, এক তড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥

সাবাস ভবানীপুর সাবাস তোমায়!
দেখালে অদ্ভুত কীর্ত্তি বকুল তলায়!
পুণ্য দিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে।
পর্দ্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে॥
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা?
মুখুর্য্যের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোতা॥
হরেন্দ্র নগেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি,
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরালি॥
ধন্য মুখুর্য্যের বেটা বলিহারি যাই!
সস্তা দরে মস্ত মজা কিনে নিলে ভাই!
ও যতীন্দ্র কৃষ্ণদাস! একবার দেখ চেয়ে
বকুলতলার পথের ধারে কত শত মেয়ে—
কালো, ফিকে, গৌর, সোণা হাতে গুয়া পান,
রূপের ডালি খুলে বসি পেতেছে দোকান॥
আস্‌বে রাজা রাজপারিষদ্, লাট সাহেবের মেয়ে—
মার্‌বেল মারা গিল্‌টী হলে, একবার দেখ চেয়ে॥
বেলগেছেতে খানা দিয়ে খেটে হলে খুন।
বিষ্ণুপুরে মিন্সের দেখ বড়ে টেপার গুণ॥
ছি! রাজেন্দ্র! কাল্ কাটালে পুথি ঘেটে ঘেটে।
শেষে আইনপেসার পেস্কারিতে মান্‌টা গেল ঘেটে।

ধন্য হে মুখুয্যে ভায়া বলিহারি যাই।
বড় সাপ্টা দরে সাৎ করিলে খেতাব "সি, এস্, আই ॥'

হেদে ও-সহরবাসি আর্ কি হাসি হাসবি রেড়ো বলে ?
দেখনা চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে ॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব—
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বার্‌টেল নায়েব ॥
আর্ কেন লো ঘোমটা খোল, কবির কথা রাখো।
"লাইট" পেয়ে "রাইট" হয়ে, পার্ হওলো সাঁকো ॥
ভয় কি তাতে লজ্জা কি তায়, কাল বদনখানি।
দেখ্‌বে খালি চক্ষে চেয়ে যুবা নৃপমণি ॥
কজ্জা তুলে দেখ্‌বে বাজু, দেখবে কাণের দুল,
দেখ্‌বে কণ্ঠি, কণ্ঠহার পিঠের ঝাঁপাফুল ॥
আয় এয়োগণ করবি বরণ পরে চরণচাপ—
শিবের বিয়ে নয়লো ইহা ধরবে নাকো সাপ ॥
এগিয়ে এসো বড় ঠাক্‌রুণ. সাত পোয়াতির মা।
তক্ত পাবেন তোমার তিনি তাও কি জান না ?
সোণার থালে হীরের মালা তাতে ঢাকাই ধুতি,
নজর দিয়ে, দেখাও খুলে বউ বিননো পুতি ॥
বাহবা বুক, বুড় বয়সে গলায় কাপড় দিয়ে,
রাজ্ পূজাটী কল্লে ভাল, ফুলের মালা নিয়ে !
কোন্ শাস্ত্রে লেখে বল বাম্‌নের মেয়ে হয়ে।
রাজার ছেলের পা পূজিবে ফুলের সাজি লয়ে ॥
এখন—দাঁড়াও সরে বুড় দিদি, হাসিল্ হলো কাজ—
দেখ্‌বো আমি ভাল করে আর এয়োদের সাজ ॥
আয় না লো সব, একে একে, গোলাপী কাঞ্চন।
দেখি তোদের রূপের ছটা ঘট্‌কালি কেমন ॥
ভয় করো না এক্‌লা আমি দেখ্‌তে নাহি চাই।

রাজার ছেলে আস্তাবলেতে উঁকি মার্‌বো ভাই ॥
আমি—স্বদেশ বাসী আমায় দেখে লজ্জা হতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে ?
বল্‌তে কথা বাছা বাছা কদম্‌ ফুলের ঝাড়।
ঘেল্লে আসি রাজকুমারে, ভাঙ্গলো কবির ঘাড় ॥
হীরার ঝলস্‌, সোণার কলস্‌, হাত ঝুম্‌কার বোল্‌।
হুলু হুলু উলুর ধ্বনি, শাঁকের গণ্ডগোল,
বারাণসীর খস্‌খসানি, উঠলো মহা ধূমে ;
মার্‌বেলেতে মলের ঠমক্‌ বাজ্‌লো ক্রমে ক্রমে ॥
কবি হৈল হতভোম্বা ছিঁদ্রুর পর্দ্দা ফাঁক ;
পালিয়ে যেতে পথ পায়না ঘোরে কলুর চাক ॥
বাঙ্গালায় বিশে পৌষ বড় পুণ্য দিন।
বাঙ্গালী-কুলকামিনী হইল স্বাধীন ॥

সে নিশিতে কি সহরে কিবা পল্লিগ্রামে।
নিদ্রা নাহি যায় কেহ সুখের আরামে ॥
গৃহিণী যাহার ঘরে তারি কান্নাহাটি।
সারানিশি গঞ্জনার চোটে ফাটে মাটি ॥
কহে কোন রাজনারী বিনায়ে বিনায়ে।
শয়ন গৃহের পাশে পতিকে শুনায়ে ॥
"খালি সাটিনের সাজ, ফেটিন্‌ হাঁকান্‌।
কেবল সেলাম্‌ বাজি, লেবিতে বেড়ান্‌ ॥
দিন রাত ঘুরে ঘুরে মরেন কেবল।
ঘোড় দৌড়ে, টাউন্‌ হলে, মুড়িয়া মক্‌বল ॥
ক্লাইব লাটের আমল হতে পেসা খোসামুদি
তাতেও গলদ্‌ এত—কি কব লো দিদি ॥
এমন স্বামীর নারী বিড়ম্বনা খালি।
চাঁদা দিতে চাঁদি ফাটে মানের গুড়ে বালি ॥

শুনিয়া নারীর কথা মনে অভিমান।
কর্ত্তাটী জানালা খুলে স্নিগ্ধ বায়ু খান

অন্য কোন অট্টালিকা ভিতরে আবার।
পতি পাশে কোন রামা করেন ঝঙ্কার॥
"পর্ব্বটা কি, শুনেছ তো, লজ্জা নাই মুখে।
পোষাক খুলে চুপে চুপে শুতে এলে সুখে॥
রাণীর ছেলে দেখে গেল হলুদ মাখা হাত।
সাত পুরুষে সভ্য মোরা হলেম গুদমজাৎ॥
পড়্তে পারি, বলতে পারি, ইংরাজী ভাষায়।
পিয়োনা বাজাতে পারি ইংরাজী প্রথায়॥
"এন্ লাইটেন, সবার আগে, কর্ত্তা বিলেত যান।
তোমার গুণে গুণমণি হারালে সে মান॥
পায়ে বুট, জোব্বা গায়ে, গলায় সোণার চেন।
তক্‌মাওয়ালা আড়দালিতে হয় না শুধু "ফেম"॥
বাপ পিতামোর নামে খালি হয়নাকো রাজভেট!
"টাইম পেয়ে রাইট নেলে হিট্ চাই ষ্ট্রেট্"॥
ধিক্ তোমারে ধিক্ সে তোমার ছিরান্ডরিবুক।
এক মিনিটে বাগিয়ে কেমন লাগিয়ে দিলে হুক্॥"
খোঁটা খেয়ে অধোমুখে পতি তার চায়
এইরূপ গঞ্জনায় সারানিশি যায়॥

বলে কোন ধনাঢ্যের অভিমানী নারী।
"বড় নাম, বড় জাঁক, বোঝা গেছে জারি॥
দূর করে ট্রেনে ফেল—টাকা দিও শয়ে।
এ হিড়িকে দাঁড়ালে না একটা কিছু হ'য়ে॥
"বাঁধা রোসনাই আলো সব কি গেল ফোঁসে।
রায় বাহাদুর নামটাও ছি না পাইলে শেষে॥

সুযোগ বুঝে হুজুকে বামুন্ নাম কল্লে জারি।
তোমার কেবল আতস বাজি, মন্দ তুমি ভারি॥

জজের গৃহিণী কন্ "ভ্যালা জজিয়তি।
নামে শুধু অনারেবল্, পদ বিলায়তি ?
ছোট লাটে আজ্ঞাকাবী তোমা হতে দেখি
লক্ষ গুণ বড় লোক, বল দেখি এ কি ?
কুঠি নিলে বাড়ী ছেড়ে সাহেব পাড়ায়—
তোমার কোটের উকীল তোমাকে হারায় !
ছিছি, ছিছি, ছেড়ে দাও এমন চাকরি।
শুদ্ধ খালি মার্কা মারা পেয়াদার "লিবরি"
ভাবতেম বুঝি কেষ্ট বেষ্ট তুমি এক জন—
জরাসন্ধ রাজা কিম্বা লঙ্কার রাবণ
ওমা ওমা পড়া ভাগ্যি, উকিলের ওঁচা।
হাড় জ্বালাতে পারেন খালি এনে নথির গোচা॥"
বলে—ঠোন্কা মেরে জজ মহিলা বারাণ্ডায় যান।
মিত্র ভায়ার রাত্রি শেষ ভাঙ্গতে তার মান॥

পোনা, পুঁটি, খয়রা, চেলা গিন্নি আর যত।
পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়ান সে কত॥
কেহ বলে আমার কর্ত্তাটী সে মুৎসুদ্দি।
ফ্যাটা বেঁধে যান খালি এই বিদ্যা বুদ্ধি॥
বাপের কামানো টাকা বিলাতি চাটকে।
দিয়া, নিজে জুজু হয়ে ঢোকেন ফাটকে॥
তাঁর টাকা তাঁর কড়ি তাঁরি লোক জন।
মাঝে থেকে লুটে খায় কুঠেল যবন॥
শেষে যবে "হোমে" যায় দু বছর পরে।
বাজার দেনায় ইনি ঢোকেন শ্রীঘরে॥

এই তো বল্লেম্ তার বিদ্যার ওজন ।
তা হ'তে আমার আর কি হইবে বোন ॥
বলে দালালের মাগ্ দালালি ব্যাপারে ।
আনে বটে ঢের কড়ি নিজ রোজগারে ॥
পেটেতে কড়িটী ভোর্ কাল আঁচড় নাই ।
সে কেমনে রাজপুত্র আনে বল ভাই ॥
কাগজের এডিটরি করে মরে যারা ।
তাহাদের কামিনীরা কেঁদে কেঁদে সারা ॥
রাত্রি দিন এত খাটে হায়লো স্যাঙাৎ ।
হপ্তায় মিনিট পাঁচ হয় না সাক্ষাৎ ॥
এত লেখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে ।
তবু পদ নাহি পায় অভাগীর পাপে ॥
কবি বলে কামিনীরা কৃষ্ণ নাম কর ।
ফিরিবে তোদের ভাগ্য শুন অতঃপর ॥
ডিপুটীর ভার্য্যা কন আমাদের তিনি ।
চৌকিদারী কাজে পটু, মফস্বলে "গিনি" ॥
সহরে টাকার দরে চলা দেখি ভার ।
বল্‌বো কিলো ওলো দিদি অদৃষ্ট আমার—
ঘুরে ঘুরে দেশে দেশে শরীর হলো কালি ।
সাত শ টাকা মাইনে হলে হদ্দ টাকুরালি ॥
মন্দ বড় তবু এতে চোক্‌রাঙ্গানি কত ।—
ঘুষের ঢিপে ভাবে দিদি দেখিলে পর্ব্বত ॥
হোতাম যদ্যপি কোন উকীলের মাগ্
বাড়িত আমার আজ কত অনুরাগ ॥
সে রমণী বলে "বোন্" এপিট ওপিট ।
একি ছাঁচে ঢালা দুই সমান টিকিট্ ॥
যে টাকাটী মাসে মাসে করে উপার্জ্জন ।
চৌদ্দ ভুতে পড়ে করে অর্দ্ধেক ভোজন ॥

কপালে প্রত্যহ ঝাঁটা এজ্‌লাসে এজ্‌লাসে।
তিন তেরোটী লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে॥
বেশ্যার বেহদ্দ পেসা কথা বেচে খায়।
পদের আবার মান সম্ভ্রম কোথায়॥
আমি উকীলের মাগ কথা শোন বোন্॥
মুখুয্যের সঙ্গে কার করোনা ওজন॥"
বটে বোন্ বটে বটে মানি তোর কথা
বলে ধীরে ধীরে এক নারী আসে সেথা॥
আমার কর্ত্তাটি দেখ সরকারি উকিল।
মুখুয্যের "সিনিয়র" উকীল সিবিল্॥
বয়েসও হয়েছে কিছু, বুদ্ধিও পেকেছে।
ছোট বড় কর্ম্ম কাজ অনেক করেছে॥
পাকা হিন্দু প্রতিদিন দুর্গা নাম করে।
তবুও রাণীর ছেলে ঢুক্‌লো না লো ঘরে॥
ডাক্তারের নারী কহে ভারি ত মদ্দানি।
নাড়ী টিপে জারি কত, ঘরেতে শাসানি॥
পারেন কেবল পাড়ায় পাড়ায় পিটিতে ধম্বল,
মরণকালে শরণ "চিবর" "পার্টিজ" সম্বল॥
মরেন ঘুরে পথে পথে রোদে ধুকে ধুকে।—
ঘরে শুতে এলে এবার খেঙ্গরা দেব ঠুকে॥
কেরাণীর নারী যত পাঁদাড়ে ফোঁপায়।
মাষ্টারের "মিসট্রেসরা" গোষা ঘরে যায়॥
কবির ফিরিতে ঘরে হৈল বড় দায়।
অনেক ভাবিয়া শেষে প্রবেশে সেথায়॥
কান্তা আসি হাস্য মুখে বলে "কই দেখি।
কি পাইলে কাব্য লিখে, সোণা কিম্বা মেকি॥
বড় জ্বালাতন কর জেগে সারারাতি।
কালী ফেলে, কাগজ ছিড়ে, পুড়িয়ে মোমের বাতি॥

শয়নে সোয়াস্তি নাই, বিরাম নিদ্রায়।
সাত রাকাড়ে সাড়া নাই রাত্রি বয়ে যায়॥
দেও দেখি গুণমণি কি পেলে শিরোপা।
বুলুরিবন, চাকি চাকৃতি, কিম্বা জরির থোপা।
কবি কবে পায় কিবা, কি দেখাবে ধনি?—
না বলিতে রাঙ্গা ঠোঁঠ ফুলায়ে তখনি॥
ধাক্কা দিয়ে গরবিণী গর্ গরিয়ে যায়।
ফাঁপরে পড়িয়া কবি ফ্যাল ফ্যাল চায়॥

রেলগাড়ী।

এসো কে বেড়াতে যা'বে—শীঘ্র কর সাজ্।
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!
শীঘ্র উঠ—ত্বরা করি,
বাক্স, ব্যাগ্, তল্পি ধরি;
এখনি বাজিবে বাঁশী,
ঠং—ঠং—ঠং কাঁসী
বাজিবে ইস্পাৎ-বোলে,
ছাড়িবে নিশান-দোলে,
শীঘ্র উঠ—পড়ে থাক্ ছড়ি, ঘড়ি, তাজ;—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!

অই শুন টিকিটের ঘরে কিবা গোল!—
মানুষের গাঁদি যেন—ঠেকাঠেকি কোল!
টকস্ টকস্ নাদে
বাবুরা টিকিট্ ছাঁদে,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে ছোটে,
সাড়ী, ধুতী, হ্যাট্, কোটে

ঠেকা ঠেকি— ছুটে যায়
কেহ কারে না সুধায়,
গ্যালো গ্যালো মুখে বোল্,
আয়, নে রে, খোল্, তোল্
হের চলে কাণাকাণি
কিবা লাট্, রাজা, রাণী !
অই ফুকারিল বাঁশী,
ঠং—ঠং শেষ কাঁসী,
গাড়ীতে পড়িল চাবি—আর নাহি গোল,
তুলিল সবুজ-রঙা পতাকার দোল্।
চলিল পুষ্পকরথ ফু'কারে ফু'কারে,
এখন নিশ্বাস ছাড়ি দেখ হে দুধারে—
হরিত বরণ মাঠ,
ধান্য, নীল, ইক্ষু, পাট,
আকাশ ঢেকেছে যেথা
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা !
দেখ হে দু'ধারে চেয়ে
পশ্চাতে চলিছে ধেয়ে
সারি সারি নারিকেল,
তাল, বট, আম, বেল,
জাঙাল, পগার, বাঁধ,
বেড়, বাড়ী, নানা ছাঁদ,
সৌদামিনী-বাঁধা-হার
ছুটেছে তামার তার,
উড়িয়া চলেছে রথ
বেগেতে কাঁপিছে পথ—
পক্ষী মৃগ দূরে পড়ি মানিতেছে লাজ্—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!

চলুক্ চলুক্ রথ—যে যার ভাবনা
ভাবো বসে নিরুদ্বেগে ছুটায়ে কল্পনা ;
স্বভাবের প্রিয় যারা
হের গিরি বারিধারা,
নিবিড় ভূধর গায়
হের খেলা কুয়াসায়,
নিশিতে নক্ষত্র পাঁতি
হের চন্দ্রমার ভাতি,
দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ান মাথায়—
দেখ দিগন্তের কোলে কি শোভা খেলায়!

হের হের তীর্থ মনে চলেছ যাহারা
পথের দু'ধারে তীর্থ—শীঘ্র নামো তারা,
গেলো চলে—গেলো রথ,
অই বৈদ্যনাথ পথ,
গুছাতে সবে না দেরি,
কাজ নাই সঙ্গী হেরি,
দেখিতে দেখিতে যাবে
সীতাকুণ্ড আগে পাবে,
কিছু দূর আগে তার
বাঁকিপুর গয়া দ্বার,
দণ্ড কত যাক্ যান
পারে কাশীতীর্থ স্থান,
প্রয়াগ, অযোধ্যা ছাড়ি পাবে অগ্রবন—
মথুরা তাহার পরে হের বৃন্দাবন!

মানব জনম, হায়, সার্থক হে আজ—
সাবাস্ বাষ্পীয় রথ—সাবাস্ ইংরাজ!

আরো দূরে যাবে যারা
শীঘ্র রথে উঠ তারা
হরিদ্বার, গঙ্গাঝরি,
পুষ্কর, দ্বারকাপুরী,
নর্ম্মদা, কাবেরী নদ,
কৃষ্ণা গোদাবরী পদ,
ঈলোরা বৌদ্ধ-গহ্বর,
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর,
ভ্রমিবে নক্ষত্র-গতি,
পর্ব্বত শৃঙ্গেতে পথি
হেরিবে বিমানে চড়ি—ত্রেতায় যেমন
সীতারামে ইন্দ্ররথে সিন্ধু-দরশন !

এসো হে কে যাবে, চল ভারত-ভ্রমণে
দুয়ারে পুষ্পক রথ ছাড়িছে নিস্বনে !—
আর কেন বঙ্গবাসী
পায়ে বেঁধে রাখ ফাঁসা,—
বাঙ্গালীর যে দুর্নাম
ঘুচায়ে, সাধ হে কাম,
আর যেন স্ত্রৈণ ব'লে
বাঙ্গালীরে নাহি বলে,
এবে পরিস্কার পথ,
যাও যথা মনোরথ,
বোম্বাই কিম্বা কলিঙ্গ
সিলং দুর্জ্জয়লিঙ্গ,
সিমিলা পাহাড় পাট,
কাশ্মীর, মারহাট্টা ঘাট,
যেখানে করে গমন
সাধিতে পার হে পণ

পুষ্পকবিমানে চ'ড়ে সেইখানে যাও
বাঙ্গালীর লজ্জাকর দুর্নাম ঘুচাও!
ভারত ভ্রমণে চলো শীঘ্র কর সাজ্
দুয়ারে পুষ্পক রথ বেঁধেছে ইংরাজ !
ধন্য রে বিমান ধন্য !
ধন্য হে ইংরাজ ধন্য !—
কলে জিনিয়াছ কাল,
অঙ্গারে জ্বালায়ে জ্বাল,
বহ্নিরে বেঁধেছ রথে,
পবনের মনোরথে
তুচ্ছ করি, কর খেলা
কি নিশি মধ্যাহ্ন বেলা,
বেঁধেছ ভারত অঙ্গ
লৌহ জালে করি রঙ্গ,
অসুর অসাধ্য কাজ সাধিতেছ জগতে !—
জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,
পারো না কি বাঁচাইতে নির্জ্জীব ভারতে ?

বাঙালীর মেয়ে।

কে যায় কে যায় অই উঁকিঝুঁকি চেয়ে ?
হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বুলে তামাকু রস—রাঙা রাঙা ঠোঁট,
কপালে টিপের ফোঁটা, খোঁপা বাঁধা চুল,
কসেতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল,
বলিহারি কিবা সাটী দুকূলে বাহার,
কালাপেড়ে শান্তিপুরে, কল্মে চুড়িদার,
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যেন ধেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মুখের সাপটে দড়, বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—পা ছড়ায়ে বসা,
আঁচলের খুঁট্টি তুলে অমঙ্গলা ঘষা!

নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায় বেড়ানী
পেট্টিভরা কঁজ্‌ড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি,
কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রি দিন,
ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গিন,
খেয়ে যান্, নিয়ে যান্, আর যান্ চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাসুরায়ী ছড়া!
চিত্রিকাজে চিত্রগুপ্ত—পীঁড়িতে আল্‌পানা,
হদ্দ বাহাদুরি—"ছিরি," বিচিত্র কারখানা!
অঙ্কশাস্ত্রে—বররুচি, গ্যালিলো নিউটান,
গণ্ডা কড়ি গুন্তে হ'লে জানের বাড়ী যান;
পাত্তেড়ে পড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ লেখা সাধ!
ক্ষীরপুলি, পায়েস, পীঠা, মিষ্টান্নের সীমা,
বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা!
জলো দুধে পুষ্টদেহ তেলে জলে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
সুমুখে দুধের কড়া—কাটীতে ঘোটন,
খোলা চুলে চুলো জ্বেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন !
তপ্ত ভাতে ভরা হাঁড়ী বেড়ী ধরে তোলা,
মদ্গুর মৎস্যের ঝোলে ধনে বাঁটা গোলা,
খাড়া বড়ী শাক্ পাতাড়ে বিলক্ষণ টান্,
কালিয়ে কাবাব্ রেঁদে দেমাকে অজ্ঞান !
শাঁখেতে পাড়িতে ফুঁক চূড়ান্ত নিপুণ,
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্ম্মুখ খুন !
রান্নাঘরে হাওয়া খাওয়া, গাড়ী মুদে যাওয়া
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া !
বাসর ঘরে ঝুমুর কবি চখের মাথা খেয়ে,
প্রভাত হ'লে পিস্শাশুড়ী ঘোম্টা মুখে চেয়ে-

সাবাস্ সাবাস্ তোরে বাঙালীর মেয়ে !
ব্রতকথা, উপকথা, সেঁজুতি পালন,
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ !
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্ব্বে গাজনের গোল,
যাত্রা সঙে নিদ্রাত্যাগ—ছেলে ভরা কোল,
ভূত পেরেতে দিনে ভয়, অন্ধকারে কাঠ,
শক্ত রোগে রোজা ডাক', স্বস্ত্যয়ন পাঠ,
তীর্থস্থানে পা পড়িলে আহ্লাদে পুঁতুল,
হাট বাজারে লজ্জাহীনা, ঘরে কুঁড়িফুল !
গুঁড়িকাঠ, নুড়িশিলা, ভক্তিপথে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
রসের মরাল যেন জলটুকু ছেড়ে

দুধটুকু টেনে ন্যান আগে গিয়া তেড়ে,
চিনের পুতুলে সাধ, বাক্স টিনে পেটা!
"র‍্যাফেল" বাঁধা ছবিগুলি ঘরে দোরে সাঁটা!
খেলায় দিগ্‌গজ কেঁয়ে, চোরের সর্দ্দার,
লুকোচুরি যমের বাড়ী—স্পষ্ট করে ঠার!
আয়েস খালি খোঁপা বাঁধা, নয় বিননো ঝারা,
হদ্দ হলো কচি ছেলে টেনে এনে মারা!
কার্পেটে কার চুপি কাজ কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধ্‌তে ডাল!
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুক্‌সাপটে দড়,
হুজ্জুতে হারিলে কেঁদে পাড়া করে জড়;
বাঙালী মেয়ের গুণ কে ফুরাবে গেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মৃদু মৃদু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন,
সাবাস সাবাস নাক চোখের গড়ন;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোখে কাল তারা,
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক্ তারা!
ভাসা ভাসা থাসা চোখ তুলি দিয়ে আঁকা,
তা উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা!
থমকে থমকে থির গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর!
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে—
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখ চেয়ে—"
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

দেশলাইয়ের স্তব।

নমামি বিলাতি অগ্নি দেশেলাইরূপী,
দেহখানি চাঁচা ছোলা, শিরে বাঁধা টুপি!
যেমন ডেপুটী বাবু একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বেড়—রাগে দেহ ভরা!

নমামি গন্ধকগন্ধ মুণ্ডটী গোলালো,
সর্ব্বজাতি প্রিয় দেব গৃহ কর আলো!
শান্ত সভ্য অতি ধীর—চাপে যতক্ষণ,
ধাপে উঠে চটে লাল—গোরাঙ্গ যেমন!

নমামি সর্ব্বত্রগামী দারু অবতার,
চৌর্য্যবিঘ্ন-বিনাশন কুটুম্ব টীকার!
নিদ্রিতের গুপ্তচর, পাচিকার প্রাণ,
লম্বাদাড়ি কাবুলীর শিরে যার স্থান!

নমামি খদ্যোৎশিখা নয়নরঞ্জন,
লালেতে নীলের আভা দিব্যদরশন!
পোয়াতির প্রিয়সখা বালকের অরি,
বিরাজ হে কাষ্ঠদেব কত রূপ ধরি!

প্রণমামি জ্বালামুখ শুভ্র দেশেলাই,
সাহেব গোলাম তব কি কব বাদসাই!
সোণা টীন্ রূপা তামা গায়ে বাঁধা ফিতে,
লাটের পকেটে ওঠো, লেডীর ঝাঁপিতে!

নমামি সহজদাহ্য বরষাদমন,
আঁচড়ে কিরণ দর সখের জ্বলন!
আধা জলে বিনা ফুয়ে বিনা চখে জল,
দিয়া কাটি তোর গুণে মাগীরা পাগল!

নমামি কলির কীর্ত্তি কাষ্ঠের চকমকি,
তোমার চমকে বিশ্বকর্ম্মা গেছে ঠকি!
বিল, খাল, বন, জল, যেইখানে যাই,
শিরে ভাঁটা সাদা শলা দেখি সেই ঠাঁই।
নমামি নমামি দেব "পাইন" নন্দন,
তোমার প্রসাদে হয় সাগরে রন্ধন!
সভ্য জগতের তুমি সোহাগের বাতি,
চুরুট-ভক্তের মোক্ষ পদার্থ বিলাতি!
নমামি ফর্ফর্‌শব্দ নাশিকা পীড়ন,
ধনীর নিকটে তুচ্ছ, কাঙালের ধন!
সন্ধ্যার সোণার কাটি, জোছনার ছবি,
ব্রহ্মার পঞ্চম মুখ, ব্রাইয়ণ্টে রবি!
নমামি কিরণদণ্ড কোপন স্বভাব,
রাজগৃহ চালাঘরে সমান প্রভাব!
সিন্ধুজলে, পথে, মাঠে, গাড়ী, ঘোঁড়া, রেলে,
সকলে তোমায় পূজে সূর্য্য শশি ফেলে!
ভিকারী কুটীরে সুখী, ভীরুতে সাহসী,
তব বলে খোঁড়া খাড়া, বুড়ীরা ষোড়শী!
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি সাহস-তারণ,
দীনবন্ধু তব গুণ কে করে কীর্ত্তন!
প্রণমামি খর্ব্বদেহ অন্ধকার হারি!
নমামি অশেষরূপ অবনি বিহারি!
নমামি মোমের ডাঁটী "ফস্ফয়ে"তে মলা!
ঊনবিংশ শতাব্দির অনলের শলা!
তব গুণে গুপ্ততাপ তৃপ্তজগজন!
প্রণমামি দেশলাই দেবের ইন্ধন!